দৈনিক রূপালী সৈকত

সৃষ্টির কল্যাণ প্রত্যাশায়

সম্পাদক ও প্রকাশক : ফজলুল কাদের চৌধুরী

dainikrupalisaikat20@gmail.com

কক্সবাজার ঃ মঙ্গলবার ২৯ জুলাই ২০২৫ ঃ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ ঃ ০৩ সফর ১৪৪৭ ঃ রেজি নং: চ ৯১২ বর্ষ-০৮, সংখ্যা- ১৩১ ॥ ৪ পৃষ্ঠা- মূল্য ঃ ৫ টাকা

ফের লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা জিয়া

রূপালী সৈকত ডেস্ক

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আবারও চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে প্রয়োজনীয় ফলোআপ চিকিৎসার জন্য তিনি শিগগির সেখানে যাবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। চিকিৎসকরা খালেদা জিয়ার লন্ডনে চিকিৎসা ফলোআপকে অত্যন্ত জরুরি হিসেবে বিবেচনা করছেন। ইতোমধ্যেই এই সফরকে কেন্দ্র করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য যোগাযোগ করেছে বিএনপি। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও পূর্ণ সুস্থতার জন্য তার নিয়মিত আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা নেওয়াই এখন প্রধান (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ঝাউবনে ভয়ংকর ভাঙ্গন!

রিয়াজ উদ্দিন

ভয়ংকর ভাঙন ও প্রতিবেশ সংকটের কবলে পড়েছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। সামুদ্রিক ভাঙন আর ঝাউবন ধ্বংস করে হোটেল ব্যবসার রমরমা ক্রমশ গিলে খাচ্ছে সৈকতের বালিয়াড়ি। কক্সবাজার শহরের হোটেল শৈবালের পশ্চিম পার্শ্বের বিভিন্ন অংশ ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে পর্যটন শিল্পে। এছাড়া কলাতলীর মেরিনড্রাইভ প্রধান সড়কে অতিবৃষ্টিতে সমুদ্রে পানির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলে আঘাত হানছে। এতে সমুদ্রের পাড় সহ যানচলাচলের রাস্তায় ব্যাপক ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শই একটা কথা শোনা যায়ড় সমুদ্র এখানে আগ্রাসী। এক-এক করে তার ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে সৈকত সংলগ্ন ঝাউবন। উষ্ণায়নের

ধাক্কায় সমুদ্রের আগ্রাসন এখন আর অপ্রত্যাশিত নয়। ভয়ংকর সামুদ্রিক ভাঙন আর ঝাউবন ধ্বংস করে হোটেল ব্যবসার রমরমা ক্রমশ গিলে খাচ্ছে সৈকতের বালিয়াড়ি। সমুদ্র সেখানে আজ সমূহ পরাভূত জনসমুদ্রের কাছে। এক সময় যেখানে ছিল বিস্তীর্ণ এক বেলাভূমি, অজস্র লাল কাঁকড়ার গর্ত, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঝিনুকের সারি, কয়েক যুগ পর সেখানেই চতুর্দিকে ডালপালা মেলেছে কুৎসিত-দর্শন প্লাস্টিকের সাম্রাজ্য। সারিবদ্ধ কংক্রিটের স্থাপনা আর অস্থায়ী প্লাস্টিকের ছাউনি আর থিকথিকে ভিড়ে সমুদ্র যেন দেখা (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বাংলাদেশে প্রধান উপদেষ্টা

রূপালী সৈকত ডেস্ক

বাংলাদেশের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই ও কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২৮ জুলাই) মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে এক বৈঠকে এই কথা বলেছেন তিনি। এসময় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সন্ত্রাস দমনে তাঁর সরকারের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটিতে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, ‘সন্ত্রাস দমন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই। আমরা দেশের মাটি থেকে সন্ত্রাসীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।’ প্রায় ৪০ (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভেসে এলো আরো একটি লাশ! অরিত্র কবে ফিরবে?

নিজস্ব প্রতিবেদক

সমুদ্র হতে ভেসে এলো মৃতদেহ। সোমবার সন্ধ্যার পর সোনাদিয়া চ্যানেলে ভেসে আসা এ লাশের পরিচয় সনাক্ত হয়নি এখনো। সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে মরদেহটি কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। সাগরে মরদেহ ভেসে আসার খবরে সকলের জানতে চাওয়ার বিষয় হলো মরদেহটি ৮ জুলাই ভেসে যাওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অরিত্র হাসানের কি না? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছে টিটিএন,যদিওবা লাশের পরিচয় সনাক্ত হয়নি তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাসপাতালের মর্গের দায়িত্বে থাকা একটি সূত্র বলছে, মরদেহটি একজন বয়স্ক লোকের, (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

এনসিপিতে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না হাসনাত আবদুল্লাহ

রূপালী সৈকত ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) হবে না কোনো চাঁদাবাজের আশ্রয়স্থলড়এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের পরিচয় ব্যবহার করে যারা চাঁদাবাজিতে লিপ্ত, তাদের জন্য এনসিপিতে জায়গা নেই।’ সোমবার (২৮ জুলাই) বিকেলে ময়মনসিংহের টাউন হল মাঠে আয়োজিত এনসিপির ‘জুলাই পদযাত্রা ও পথসভা’য় এই মন্তব্য করেন তিনি। ভারী বৃষ্টির মধ্যেও আয়োজিত এই জনসভায় তিনি বলেন, ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলে কেউ যদি চাঁদাবাজিতে জড়ায়, তাকে আমরা সহ্য করব না। আমাদের লাখ লাখ কর্মী নয়, চাই সৎ ও নিষ্ঠাবান কয়েকজন।’ নিজ দলের কিছু নেতাকর্মীর সমালোচনা করে হাসনাত বলেন, ‘অনেকেই শুধু ফেসবুকে সেলফি তুলে সেলফি-বাণিজ্য করে, বাস্তব কর্মসূচিতে পাওয়া যায় না। এই ধরনের ‘তেলবাজ-সেলফিবাজ’ সংস্কৃতি (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কী আছে জুলাই সনদে

রূপালী সৈকত ডেস্ক

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী গণ অভ্যুত্থানকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার থাকছে জুলাই জাতীয় সনদে। একই সঙ্গে দেশের সংবিধান সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখনের প্রতিশ্রুতি; সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন, জনপ্রশাসন, পুলিশ ও দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন; প্রয়োজনে পুরোনো আইনে সংশোধন এবং সংস্কারের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যে সুপারিশগুলোর বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করবে, সেই সুপারিশ বাস্তবায়নে সাত দফা অঙ্গীকারনামা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সূত্রগুলো বলছে, এরই মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদের একটি খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত খসড়ায় সাত দফা অঙ্গীকার উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অঙ্গীকার সংবলিত জুলাই সনদ বাস্তবায়নে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সনদ ঘোষণার পর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারকে দুই বছরের মধ্যে সুপারিশকৃত সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে। চলতি মাসেই জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আশা করছে। দ্বিতীয় দফা সংলাপের পরও যেসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি, সেসব বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত জানাবেন। ওই সব বিষয়ে ‘নোট অব ডিসেন্ট’ (আপত্তি) দিয়ে সনদে স্বাক্ষর করতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলো। মৌলিক সংস্কারের ২০টি বিষয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে ১২টিতে একমত হয়েছে দলগুলো। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে এ নিয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এ সনদ আমাদের আগামী পথরেখা তৈরি করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ। সনদের প্রথম দফায় অঙ্গীকারনামা ছাড়াও দ্বিতীয় দফায় সংস্কার কমিশন গঠন, তৃতীয় দফা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন ও চতুর্থ দফায় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পুলিশ সংস্কার কমিশন ব্যতীত অপর পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে দল ও জোটের কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এ বিষয়ে ৩৫টি দল ও জোট তাদের মতামত কমিশনের কাছে পাঠায়। কমিশন অগ্রাধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ২০টি বিষয় নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মিলিত হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলে নিম্নলিখিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ রচিত হয়। সনদের পঞ্চম দফায় ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার বিষয়গুলো উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা চলমান থাকায় এখনো খসড়ায় তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে এ পর্যন্ত ১২টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ১০ বছর, নির্বাচন কমিশন গঠনে বাছাই কমিটি গঠন, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, স্বাধীন পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন, জরুরি অবস্থা ঘোষণাসংক্রান্ত সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার, প্রধান বিচারপতির নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন, নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণে কমিটি গঠন, বিভাগীয় পর্যায়ে হাই কোর্ট বেঞ্চ স্থাপন এবং উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত গঠন। এ সনদে নাম ও পদবি উল্লেখ করে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করবেন। এরপর ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা এবং সর্বশেষ ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা স্বাক্ষর করবেন। এ জুলাই সনদ আমাদের আগামীর পথরেখা তৈরি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, জুলাই সনদকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে তৈরি করতে চায় কমিশন। এর মাধ্যমে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হবে। সনদের পটভূমিতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের নীতিকে ধারণ করে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কক্সবাজারবাসীর জন্য ১২ পদে চাকরির সুযোগ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং কক্সবাজারে জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন শুরু ১ আগস্ট থেকে।

১. ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ইউনিয়ন পরিষদ সচিব)

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল: ১০২০০২৪৬৮০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদনের বয়সসীমা: ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশাল নিয়োগ, পদ ৩৬৩

রূপালী সৈকত ডেস্ক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাজস্বখাত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৩টি পদে মোট ৩৬৩ জনকে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পদগুলোয় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে যোগ দিতে পারবেন যেকেউও। অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন শুরু ৩০ জুলাই।

১. ফার্মাসিস্ট

পদসংখ্যা: ৯টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

২. হোমিওপ্যাথ

পদসংখ্যা: ২টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৩. লাইব্রেরী সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৪. রেফারেন্স সহকারী

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৫. লাইনো মেশিনম্যান

পদসংখ্যা: ১টি

বেতনস্কেল: ১২৫০০-৩০২৩০ টাকা

৬. হোমিও কম্পাউন্ডার

পদসংখ্যা: ১৪টি

বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা

(এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নামাজের সময়সূচী

ফজর	৫.১০	মিনিট
জোহর	১.৩০	মিনিট
আছর	৫.০০	মিনিট
মাগরিব	৬.২০	মিনিট
এশা	৮.০০	মিনিট
জুমা	১.০০	মিনিট

একটু হাসুন ভালো থাকুন

প্রেমের অপরাধে মোরগ ও হাঁসের শাস্তি

এক মোরগ আর হাঁস একে অপরের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু স্বজাতির বাইরে প্রেম? এই অপরাধে তাদের সাজাস্বরূপ জেলখানায় পাঠানো হল। জেলাখানায় মন খারাপ করে মোরগ হাঁসকে জিজ্ঞেস করলোড়

মোরগ: হাঁস, ওরা কি আমাদের পালক ছেঁটে দেবে?

হাঁস: আমি তো জানি না। তুমি বরং ওই কোনায় বসে থাকা ইঁদুর ভায়াকে জিজ্ঞেস করো?

মোরগ: ইঁদুর ভায়া, ওরা কি আমাদের পালক ছেঁটে দেবে?

উত্তর এলো, আমি ইঁদুর না, শজারু!’

কুতুপালং পশ্চিমপাড়ায় পুলিশের অভিযান ইয়াবাও প্রাইভেট কারসহ আটক ৩

উখিয়া প্রতিনিধি

উখিয়ায় অভিনব কৌশলে প্রাইভেট কারের গ্যাস সিলিন্ডারে লুকিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় ৫০ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে থানা পুলিশ। এ সময় ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কারও জব্দ করা হয়েছে। উখিয়া ভ্রমণ গাইড রোববার (২৮ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কুতুপালং পশ্চিম পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। উখিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মো. (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

চার দিন পর টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌযান চলাচল শুরু

টেকনাফ প্রতিনিধি

সেন্টমার্টিনে নেওয়ার উদ্দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী নৌযানে তোলা হচ্ছে। আজ সকালে টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া ঘাট থেকে তোলা সেন্ট মার্টিনে নেওয়ার উদ্দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী নৌযানে তোলা হচ্ছে। টানা চার দিন বন্ধ থাকার পর আবারও নৌযান চলাচল শুরু হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফ-সেন্টমার্টিন নৌপথে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌযান (সার্ভিস ট্রলার) নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও ৭৭ জন যাত্রী নিয়ে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এর আগে বৈরী আবহাওয়ার কারণে গত বৃহস্পতিবার থেকে নৌপথটিতে নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। নৌ চলাচল শুরু হওয়ার বিষয়টি টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ এহসান উদ্দিন নিশ্চিত করেন। টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন সার্ভিস ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি রশিদ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, নিম্নচাপ ও অমাবস্যার কারণে সাগর উত্তাল ছিল। তাই বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত কোনো নৌযান টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন নৌপথে চলাচল করেনি। তবে আজ দুটি নৌযান টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া ঘাট থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া ঘাট সার্ভিস ট্রলারের টিকিট বিক্রি করেন মোহাম্মদ ওমর ফারুক। আজ দুপুরে তিনি বলেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এসবি রাফিয়া ও এসবি আশিক নামে দুটি নৌযান সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। দুটি নৌযানে ৭৭ জন যাত্রী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। যাত্রীরা সবাই সেন্ট মার্টিনের বাসিন্দা। বৈরী আবহাওয়ার কারণে সেন্ট মার্টিনে (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কক্সবাজারের আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনকে নিরাপদ ও মাদকমুক্ত রাখতে নিয়মিত বিরতিতে অভিযানে র‍্যাব-১৫

নিজস্ব প্রতিবেদক

কক্সবাজারের আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনকে নিরাপদ ও মাদকমুক্ত রাখতে র‍্যাব-১৫ নিয়মিত বিরতিতে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে পর্যাপ্ত লাগেজ স্ক্যানার, যাত্রী তল্লাশীর সুযোগ না থাকায় তার সহায়ক হিসেবে র‍্যাব-১৫ ডগ স্কোয়াড দ্বারা তল্লাশী কার্যক্রম চলমান রেখেছে। উক্ত স্টেশনে যাতে মাদকসহ ইয়াবা পাচার রোধ করা যায় সে ব্যাপারে নজরদারী বৃদ্ধি করেছে র‍্যাব-১৫। র‍্যাব-১৫, আ. ম. ফারুক সহকারী পুলিশ সুপার সহকারী পরিচালক (ল’ (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিড়াল হবে বাঘ

– শ.ম. শহীদ

লাগ ভেলকী লাগ
বিড়াল হবে বাঘ
মিঁউ মিঁউ ছেড়ে, দিবে–
হালুম-হালুম ডাক!

কেউবা পেল ভয়
কি জানি– কি হয়
শেষে কি না দৈয়েরঘটি
বিড়াল কেড়ে লয়!

লাগ ভেলকী লাগ
শাকে মাছটা ঢাক
ঢাকতে গিয়ে ঢাকনা খুলে
হলো চিচিংফাঁক!

ছিছি ছিছি ছি!
আসল খবর কি?
আসল খবর বিড়াল মেরে
সম্মানী হইছি

টানা বর্ষণে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত সড়কে ভয়াবহ ভাঙন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা

আবদুর রশিদ, নাইক্ষ্যংছড়ি

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় টানা বর্ষণের ফলে সীমান্ত সড়কের বিভিন্ন অংশে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি সদর থেকে আমতলী মার্ট পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জনবহুল এ সড়কের অধিকাংশ স্থানে মাটি ধসে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সদর ইউনিয়নের চাকঢালা এলাকায় প্রবেশপথে বড় ধসের কারণে ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এতে চাকঢালা ও সদর উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

রামুতে ইয়াবাসহ নারী আটক

রামু প্রতিনিধি

রামুতে চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার ২০০ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা নারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। কক্সবাজার ভ্রমণ গাইড সোমবার (২৮ জুলাই) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মরিচ্যা যৌথ চেকপোস্টের একটি বিশেষ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে গোয়ালিয়া চেকপোস্টে একটি সন্দেহজনক সিএনজি থামিয়ে যাত্রী রোহিঙ্গা নারী নজুমা বেগমের (৩৫) শরীর তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় ১০ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। আটক নারী কুতুপালং ২ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি/৪ ব্লকের বাসিন্দা এবাদুল্লাহর স্ত্রী। রামু বিজিবি ৩০ (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

দেশে নৈরাজ্যের আশঙ্কা করছে এসবি, সব জেলায় সতর্কবার্তা

রূপালী সৈকত ডেস্ক

পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) আশঙ্কা করছে, ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সময়কে কেন্দ্র করে অনলাইন ও অফলাইনে সংঘবদ্ধ প্রচারণার মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ। দলটির কিছু নেতা ও কর্মী এ সময় সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় হামলা, বিশৃঙ্খলা কিংবা ভাঙচুর চালাতে পারে বলেও ধারণা করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এই প্রেক্ষাপটে সোমবার পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে একটি বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে পুলিশের বিশেষ শাখা। চিঠিটি পাঠানো হয়েছে ডিএমপি কমিশনার, সিটি এসবি, বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম ও খুলনার স্পেশাল পুলিশ সুপারসহ দেশের সব জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐতিহাসিক জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি ঘিরে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সামাজিক সংগঠনগুলো ১ জুলাই থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। এই ধারাবাহিকতায় ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সময়কে ‘বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, ‘এই সময়ে ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো দেশব্যাপী অনলাইন ও অফলাইনে উসকানিমূলক প্রচারণা চালিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পারে। পাশাপাশি ফ্যাসিবাদবিরোধী কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে বা উসকানি সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টাও হতে পারে।’ এমন পরিস্থিতিতে দেশের সকল ইউনিটকে নিজ নিজ এলাকায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনের (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

শেষ পৃষ্ঠা

দৈনিক
রূপালী সৈকত
সৃষ্টির কল্যাণ প্রত্যাশায়

মঙ্গলবার ২৯ জুলাই ২০২৫ ঃ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২।

রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক ও সেতু নির্মাণে ২৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ একনেকে : লাগব হবে লাখো মানুষের দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

১২ কিলোমিটার সড়কের বেশির ভাগই খানাখন্দে ভরা। অনেক জায়গার পিচ উঠে মাটি ও বৃষ্টির পানির সংমিশ্রণে কাঁদার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। খানা-খন্দের মধ্যেই চলছে যানবাহন। সড়কের তিনটি বেইলি সেতুও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। এই সড়ক দিয়েই চলছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়ি। বলছি রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়কের কথা। বান্দরবান সড়ক ও জনপথ বিভাগ এর অধীনে এ সড়কটি বর্তমানে ১২ ফুট প্রস্থ। এই সড়ক দিয়ে পূরবী বাস গাড়ি, বড় কাঠ বহনকারী ট্রাক এবং নাইক্ষ্যংছড়ি ১১ বিজিবির সদস্যের খাদ্য অন্যান্য সরঞ্জামসহ তাঁদের অভ্যন্তরীণ সড়ক উন্নয়নে ব্যবহৃত কার্ভার্ড ভ্যানের প্রস্থ সাড়ে ৮ ফুট। অপরদিকে দূরপাল্লার মালবাহী গাড়ির চওড়াও সাড়ে ৮ ফুট। এমন দুইটি গাড়ি মুখোমুখি হলে যানজট থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। দুই চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় মানুষের পায়ে হাটাও মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পুরো সড়কের একাধিক স্থানে বড় বড় খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। বেইলি সেতু ৩টিও হয়ে পড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ। রামু ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার লাখো মানুষের দুর্ভোগ লাগবে এই সড়কটি সম্প্রসারণ করে সেতুগুলো নতুনভাবে নির্মাণের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। অবশেষে স্বাধীনতার (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা থেকে বিমানঘাঁটি সরানোর পরিকল্পনা নেই বিমানবাহিনী

রূপালী সৈকত ডেস্ক

বিমানবাহিনী সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডর শহিদুল ইসলাম। রাজধানীর আকাশ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকাতেই জঙ্গিবিমান ঘাঁটি রাখা অত্যাবশ্যক বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডর শহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমানে ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে তেজগাঁওয়ের অ্যাভিয়েশন ইউনিভার্সিটির পুরাতন পিএসসি ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শহিদুল ইসলাম এ কথা বলেন। ঢাকায় জঙ্গিবিমান প্রশিক্ষণ ঘাঁটি সরানো হবে কি নাড় সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, যুদ্ধবিমান পরিচালনায় বিশাল জায়গার প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি রাজধানীর আকাশ প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতেও এই ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বহু দেশের রাজধানীতেও এমন ঘাঁটি রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিমানবাহিনীর জরুরি সমন্বয়ক কেন্দ্রের এয়ার কমোডর মিজানুর রহমান। তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পেকুয়ায় উন্নয়নের অভাবে শের আলী মাস্টার পাড়া সড়ক এখন মরণফাঁদ!দেখার কেউ নেই

জিয়াউল হক জিয়া

পেকুয়া উপজেলার টইটং ইউনিয়নের শের আলী মাস্টার পাড়া সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান-চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় কঁচি-শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রসূতি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের পায়ে হেঁটে চলাও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। ফ্যাসিষ্ট সরকারের দীর্ঘ ১৭ বছরে সংস্কারের উন্নয়ন ছোঁয়া লাগনি।তার মানে সড়কটির প্রতি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নজর নেই দাবী এলাকাবাসীর! এলাকার সচেতন মহল জানান-প্রায় ২০ বছর পূর্বে ইট দিয়ে সড়কটি সংস্কারের কাজ করা হলো,এপর্যন্ত কোন ধরণের সংস্কার (এরপর ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

টেকনাফে নৌবাহিনী ও র‌্যাবের যৌথ অভিযান: অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার

টেকনাফ প্রতিনিধি

টেকনাফে নৌবাহিনী ও র‌্যাব যৌথ অভিযান চালিয়ে অস্ত্র,ইয়াবা,চাইনিজ কুড়ালসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ঝিমংখালী, মিনাবাজার ও টেইলাপাড়া এলাকায় নৌবাহিনীর টেকনাফ কন্টিনজেন্ট ও র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১৫ (সিপিসি-১ টেকনাফ) সোমবার এ অভিযান চালায় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। গোপন সংবাদেরে ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে মোঃ সালেহ নামের এক টেকনাফে নৌবাহিনী ও র‌্যাবের যৌথ একনলা বন্দুক, ০৫ রাউন্ড তাজা গোলা, ১টি চাইনিজ কুড়াল,১০ হাজার পিস ইয়াবা, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের শীতের জ্যাকেট ও ক্যাপ এবং ১টি মেগাফোন জব্দ করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র, মাদক ও অন্যান্য মালামাল পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক...

গাজায় খাদ্য সংকট চরমে, তিনজনের একজন দিনের পর দিন না খেয়ে

রূপালী সৈকত ডেস্ক

গাজায় দ্রুত অবনতিশীল মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করে জাতিসংঘের শীর্ষ মানবিক কর্মকর্তা রোববার জানিয়েছেন, সেখানে তিনজনের একজন মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে আছেন এবং শিশুরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে, খাদ্য সহায়তার ভয়াবহ সংকটে। সোমবার (২৮ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা ও জরুরি ত্রাণবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল টম ফ্লেচার (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সিরিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

রূপালী সৈকত ডেস্ক

বাশার আল-আসাদের পতনের পর সিরিয়ার নতুন সরকারে অধীনে প্রথমবারের মতো সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বরে সিরিয়ায় সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে দেশটির নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার প্রধান। খবর আল জাজিরার। পিপলস অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের উচ্চপর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তাহা আল-আহমাদ রোববার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানাকে বলেছেন, ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আল জাজিরা বলছে, ডিসেম্বরে বিদ্রোহীদের এক আকস্মিক অভিযানে সাবেক স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের পতনের পর দেশটির নতুন সরকারের অধীনে এই প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২১০ আসনের এই সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগ দেবেন দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ (এরপর ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কুতুবদিয়ায় এক যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

কুতুবদিয়া প্রতিনিধি

কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ায় এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। ন্যাক্কারজনক এ ঘটনাটি ঘটেছে রোববার রাতে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের সন্ধিপি পাড়া এলাকায়। আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের সন্ধিপি পাড়ার আবদুল মিয়ার পুত্র আজহার উদ্দিন প্রকাশ আজাখানের বিরুদ্ধে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। সে আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক বলে স্থানীয়রা জানালেও তা উক্ত ওয়ার্ড জামায়াতের নেতারা সঠিক নয় বলে (এরপর ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে চরম আতঙ্ক

বিশেষ প্রতিবেদক

দীর্ঘদিন শান্ত থাকার পর আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো। তিন দিন ধরে ৪৩-৪৯ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের বিপরীতে দফায় দফায় প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। গতকাল রবিবার সকালেও ৪৩-৪৯ নম্বর সীমান্ত পিলার এলাকায় গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় লোকজন। সংঘর্ষ চলাকালে কয়েক রাউন্ড গুলি সীমান্ত অতিক্রম করে গত শনিবার দুপুর ১টার দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে। এর মধ্যে একটি গুলি নাইক্ষ্যংছড়ির সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চাকঢালা এলাকার চেরারমাঠ গ্রামের কৃষক ছৈয়দ আলমের বাড়িতে আঘাত হানলে দেয়ালে গর্তের সৃষ্টি হয়। আরো কয়েকটি গুলি ফসলি জমি ও বাড়ির উঠানে এসে পড়েছে। তবে এতে কোনো হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে স্থানীয় লোকজন। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে এই গোলাগুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সীমান্তঘেঁষা গ্রামের বাসিন্দাদের মাঝে। বিশেষ করে ঘুমধুম, দৌছড়ি, চাকঢালা, সাপমারা ঝিরিসহ সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসব সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক পরিবার নিরাপদ স্থানে সরে গেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মায়ানমার জান্তা বাহিনীর কাছ থেকে দখল করা আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে দুটি রোহিঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ। শনিবার বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের ৪৩-৪৪ নম্বর পিলারের মধ্যবর্তী এলাকার পুরান মাইজ্যা নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটে। মায়ানমারে বর্তমানে সক্রিয় বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের কয়েকটি সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ কিছুদিন ধরে সক্রিয়। তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) দুটি গ্রুপ শুক্রবার রাত থেকে যৌথ হামলা চালাচ্ছে আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে। ত্রিপক্ষীয় দফায় দফায় হামলায় গোলাগুলির ভয়াবহ শব্দ ভেসে আসছে ঘুমধুম, দৌছড়ি, চাকঢালা, জামছড়ি, সাপমারা ঝিরিসহ আশপাশের সীমান্তঘেঁষা গ্রামগুলোতে। এতে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ওই সব গ্রামে। তবেহামলার ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। চাকঢালার বাসিন্দা মো. কামাল আহমেদ এ প্রতিবেদককে মুঠোফোনে জানান, মায়ানমারের তিনটি সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ বেশ কিছুদিন ধরে সংঘর্ষে জড়িয়েছে বলে ওপারের লোকজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। একই এলাকার বাসিন্দা আলী হোসেন জানান, শুক্রবার রাত থেকে মায়ানমারে থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শনিবার সকাল ১১টার দিকে গোলাগুলির সময় রাইফেলের কয়েক রাউন্ড গুলি বাংলাদেশের চাকঢালার চেরারমাঠ গ্রামে এসে পড়ে। চাকঢালার চেরারমাঠ গ্রামের বাসিন্দা ছৈয়দ আলমের স্ত্রী আলমাস খাতুন ও ছেলে ওসমান গণি জানিয়েছেন, মায়ানমারের ওপারে গোলাগুলির সময় শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁদের বাড়ির উঠানে এবং ফসলি জমিতে কয়েকটি গুলি এসে পড়েছে। এর মধ্যে একটি গুলি বাড়ির দেয়ালের গায়ে লেগেছে। এতে দেয়ালে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। পরে খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানান মা ও ছেলে। জামছড়ি এলাকার বাসিন্দা আবদুস সালাম, ছৈয়দ নূর ও গুরা মিয়া জানান, শনিবার সকাল ও দুপুরে দুই দফায় তাঁরা গুলির প্রচণ্ড শব্দ শুনেছেন। সীমান্তের এসব বাসিন্দার ধারণা, রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরএসওর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে আরাকান আর্মি। সংঘর্ষের পেছনে আরসার সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তাঁরা। চাকঢালার সাবেক ইউপি সদস্য ফরিদ আলম জানান, (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ফুয়াদ আল্-খতীব হাসপাতাল, কক্সবাজার
কনসালটেন্টগন'র চেম্বার সময় সূচী

মেডিসিন বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন), অধ্যাপক (এক্স), মেডিসিন বিভাগ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার	রোগী দেখেন: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা, বিকাল ৩টা থেকে রাত ১০টা (শুক্রবার বন্ধ)
ডাঃ মো ঃ অহিদুল হেলাল, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমএসিপি (আমেরিকা), সহকারী অধ্যাপক (মেডিসিন বিভাগ), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার	রোগী দেখেন: প্রতিদিন দুপুর ২:৩০মি. থেকে বিকাল ৫টা (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বন্ধ)
ডাঃ এম. ফরহাদ, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমসিপিএস, এমডি, ফেলোশীপ ট্রেইন্ড ইন নিউরোলজি, সহকারী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, মেম্বার: আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্	রোগী দেখেন: বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা (শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১২টা)
ডাঃ মোঃ ইয়াসির আরাফাত, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন), কনসালটেন্ট, জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা	রোগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত (শুক্রবার বন্ধ)
ডাঃ আয়াত উল্লাহ্, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমএসিপি (আমেরিকা), কনসালটেন্ট, জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	রোগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা (শুক্রবার বন্ধ)
ডাঃ আবু নাছের মো: ফয়েজ, এমবিবিএস (ডিইউ), বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমডি, সিসিএম (বিএসএমএমইউ), এমএসিপি (আমেরিকা), সিসিডি (বারডেম), ক্লিনিক্যাল ফেলো (আইসিডিডিআরবি), জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার	রোগী দেখেন: প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা, শুক্রবার সকাল-বিকাল

হৃদরোগ বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান, এমবিবিএস, ডি-কার্ড (হৃদরোগ), এফসিজিপি (ফ্যামিলি মেডিসিন), কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি ও ফ্যামিলি মেডিসিন), ফুয়াদ আল্-খতীব হাসপাতাল, কক্সবাজার	রোগী দেখেন ও ইকোকার্ডিওগ্রাফী করেন: প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা (শুক্রবার বন্ধ)

অর্থোপেডিক্স বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ মোঃ জাফর ইকবাল, এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল), কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক্স সার্জারী), ফুয়াদ আল্-খতীব হাসপাতাল, কক্সবাজার	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতিদিন সকাল ৯ থেকে দুপুর ২টা বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ ফাতিমা জান্নাত, এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (অবস্ এন্ড গাইনি), কনসালটেন্ট (গাইনী এন্ড অবস্), ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড হিস্টারোস্কপিক সার্জন	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতিদিন সকাল ১১ থেকে বিকাল ৩টা সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৯টা
ডাঃ লাবণি দে, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমসিপিএস, এমএস (গাইনি এন্ড অবস্), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা

লিভার ও পরিপাকতন্ত্র রোগ বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ মোঃ মুসআব খলিল, এমবিবিএস (ডিএমসি), বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমআরসিপি (মেডিসিন), এমডি (গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি), আইবিডি ফেলো, এআইজি হাসপাতাল, হায়দ্রাবাদ, ভারত, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ও ইন্টারভেনশনাল এন্ডোসকপিস্ট, শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা	রোগী দেখেন এবং এন্ডোসকপি ও কোলনোস্কোপি করেন: প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

নাক, কান, গলা ও হেড-নেক সার্জারী বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ কে. এম. রেজা উল হক, এমবিবিএস, এফসিপিএস (নাক, কান ও গলা), সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (নাক, কান ও গলা রোগ বিভাগ), ডেল্টা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা, স্পেশাল ট্রেনিং ইন সার্জারী, নারায়না সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, হাওড়া, ইন্ডিয়া, ফেলোশিপ, কেকেআর ইএনটি হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট, চেন্নাই, ইন্ডিয়া	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতি সপ্তাহের সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

মনোরোগ বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এম.ফিল (সাইকিয়াট্রি), জেলা সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার।	রোগী দেখেন: প্রতিদিন দুপুর ২:৩০মি. - বিকাল ৫টা শুক্রবার সকাল-বিকাল

দন্তরোগ বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ মিম ইকবাল আহমাদ, বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ), এডভান্সড ট্রেনিং ইন ডেন্টাল ইমপ্লান্ট অ্যান্ড স্মাইল ডিজাইন (রাশিয়া, জাপান এন্ড মালয়েশিয়া)	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা
ডাঃ খালিদ নিয়াজ, বিডিএস (সিইউ), এমপিএইচ, বিএমডিসি রেজিঃ নং ঃ ৭৬৫৪	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা

চক্ষু রোগ বিভাগ

চিকিৎসক	সময়
ডাঃ এ এস থোয়াই (জিমি), এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডিও (কোর্স: বি এস এম এম ইউ), ট্রেইন্ড ইন্ মাইক্রোসার্জারী	রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন: প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা

সিরিয়ালের জন্য: ০১৮৭৮-১২২১২২, ০১৭৯০-৩৪২২৩৩

উত্তরণ মডেল স্কুলের ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কৃতি সংবর্ধনা দিলেন উত্তরণ মডেল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কক্সবাজার জেলায় পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উত্তরণ মডেল কলেজ যেটি অজপাড়া গাঁয়ে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭সালে এতদঅঞ্চলে উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক একান্ত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরণ মডেল স্কুল যেটি বাস থার্মিনাল সহ জেলার বিভিন্ন অবহেলিত এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরোদমে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে উত্তরণ মডেল স্কুলের ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি ও কারিগরি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ও উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কৃতি সংবর্ধনা দিলেন উত্তরণ মডেল কলেজ। ২৮ জুলাই সোমবার সকালে উত্তরণ সমিতি মিলনায়তনে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রভাষক রিয়াজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তরণ সমিতির চেয়ারম্যান ও (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোস্ট গার্ডের অভিযানে নিষিদ্ধ ফিশিং ট্রলার জব্দ

শহর প্রতিনিধি

কক্সবাজার উপকূলবর্তী সাগরে অভিযান চালিয়ে মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণসহ একটি নিষিদ্ধ ট্রলিং ট্রলার জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। সোমবার ২৮ জুলাই সকালে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর ফিশারিঘাট এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়েছে। জব্দ এফবি শাহ সমিউদ্দিন-১ নামের ট্রলারটির মালিক চট্টগ্রামের পটিয়ার বাসিন্দা হাবিবুর রহমান বাদশা। কোস্ট গার্ডসহ সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, গভীর সমুদ্রে অবাধে চলছে নিষিদ্ধ ট্রলিং বোটের মাধ্যমে মাছ শিকার। এতে মৎস্য সংকট দেখা দেওয়ার পাশাপাশি মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ প্রকৃত জেলেরা কক্সবাজার সদর উপজেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা সুজয় পাল বলেন, সকালে কক্সবাজার শহরের বাঁকখালী নদীর ফিশারিঘাট এলাকায় গভীর সাগরে মাছ ধরার নিষিদ্ধ ট্রলিং ট্রলার অবস্থানের খবর পায় কোস্ট গার্ড। পরে কোস্ট গার্ডের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এসময় মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণসহ একটি নিষিদ্ধ ট্রলিং ট্রলার জব্দ করা হয়। (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

বার্তা পরিবেশক

বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন মাতারবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আকতার হোছাইন। এক বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, গত ২৭ জুলাই (রবিবার) 'বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি' মর্মে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্থরের জনগনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাতারবাড়ী ইউনিয়নের লাইল্যাঘোনা এলাকার মৃত কাছিম আলীর পুত্র আওয়ামীলীগের দোসর বদর উদ্দিন ও তার ভাই লীগের দোসর জামাল হোছাইন এবং তাদের আত্মীয় স্বজনরা। উক্ত সংবাদটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকাশিত সংবাদটি মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমি দীর্ঘদিন সুনামের সাথে মাতারবাড়ি বসবাস ও (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৯৪

রূপালী সৈকত ডেস্ক

গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৩৯৪ জন। সোমবার (২৮ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮১ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩৪ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৪৮ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি (এরপর ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন) ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু, হাসপাতালে করপোরেশনের বাইরে) ৩৪ জন, রাজশাহী বিভাগে (এরপর ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অজয় পাল
প্রোপ্রাইটর
০১৮১৮০৮০৮১৪
কক্সবাজার ডেকোরেটর্স
রুচিশীল সাজ-সজ্জা, বিয়ে, জন্মদিন পিকনিক উৎসব, সেমিনার, মিলাদ মাহফিল এবং যে কোন অনুষ্ঠানের আলোকসজ্জা ও জেনারেটরসহ সরঞ্জামদি ভাড়া দেওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
স্টেডিয়াম মার্কেট, হাসপাতাল সড়ক, কক্সবাজার।

শহিদুল আলম রাকিব
প্রোপ্রাইটর
মোবাইল- ০১৮৭৪-৮৩১৯৫৪
০১৮৫৯-৬৮৭৪১৭
ভাই ভাই ডেকোরেটর
এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য উন্নতমানের ডেকোরেটর সামগ্রী ভাড়া দেওয়া হয়।
প্রেসক্লাব মার্কেট
(পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে) কক্সবাজার।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : আবুল হাশেম ॥ নির্বাহী সম্পাদক : মোহাম্মদ শেখ সেলিম ॥ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : মুকিম খান ॥ বার্তা সম্পাদক: এস এম জাফর
বার্তা ও বিজ্ঞাপন বিভাগ ঃ ০১৬১৯-১০৪৯৮২, ০১৮৪৫-৬৭৩১১৫ সম্পাদকীয় কার্যালয় ঃ কক্সবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট (কোর্ট চত্বর)। সম্পাদক কর্তৃক ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, প্রধান সড়ক ঝাউতলা, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত।

বিনোদন...

সার্জারি পুরুষরাও করেন, কটাক্ষের শিকার হন শুধু নারীরা: কাজল

রূপালী সৈকত ডেস্ক

বলিউড অভিনেত্রী কাজল সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'সারজমিন' সিনেমা নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। পৃথ্বীরাজ সুকুমারনের পরিচালনায় এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সাইফ আলি খানের ছেলে ইব্রাহিম আলি খানও। ছবির প্রচারে অংশ নিতে গিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন কাজল। সেখানেই তারকাদের চেহারায় প্লাস্টিক সার্জারি, ফিলার বা বোটক্স নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে অকপটে নিজের মত তুলে ধরেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাক্ষাৎকারে কাজল বলেন, 'আমার মনে হয় এটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। যে যেভাবে নিজেকে দেখতে ভালোবাসেন এবং এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, তিনি নিজের চেহারায় পরিবর্তন আনতেই পারেন। ছুরি কাঁচি চালিয়ে নিজেকে বদলানো কোনো বড় বিষয় নয়। আমি এটা খুব সাধারণভাবেই দেখি।' এ সময় শুধু নারীরাই নয়, অনেক পুরুষও চেহারার পরিবর্তনে অস্ত্রোপচার বা প্রসাধন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন বলে মন্তব্য করেন কাজল। কিন্তু সমাজে শুধু নারীদের নিয়েই বেশি কটাক্ষ করা হয়- এ বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ করেন তিনি। তার ভাষায়, 'পুরুষরাও নিজের চেহারা বদলাতে সার্জারির আশ্রয় নেন। কিন্তু তা নিয়ে সমাজে আলোচনা হয় না, কটাক্ষও করা হয় না। অথচ নারীরা এমন কিছু করলেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এটা একেবারেই তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।'

চেহারার সৌন্দর্য ধরে রাখার চেষ্টাকে স্বাভাবিক মনে করলেও, বয়স নিয়ে কাজলের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি বাস্তববোধিক ও ইতিবাচক। বার্ধক্য নিয়ে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মনে হয় বয়স হওয়া নিয়ে এত চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়মে বয়স বাড়বেই। এবং, এটিকে স্বাভাবিকভাবেই নিতে হবে। জীবনের সমস্ত বয়সকে উপভোগ করতে জানতে হয়। এতে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। যারা কম বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তারা যে জীবনটাকে আরও বেশিদিন দেখতে পেলেন না। বয়স হওয়াটা উপভোগ করতে পারলেন না এটা আমাকে কষ্টই দেয়। তাই আমার মনে হয় বয়স বাড়াটা এমন কোনো ভয়ানক বিষয় নয়।'

চকরিয়া ইউনিক হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ

চিরিংগা জনতা মার্কেট, চকরিয়া পৌরসভা, কক্সবাজার। মোবাইল : ০১৮৭২-৫০৮৫১৫, ০১৮৬০-১৪৯৪৪১

নিম্নোক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত রোগী দেখেন

বার্ন, প্লাষ্টিক ও কসমেটিকস্ সার্জারী বিশেষজ্ঞ ও সার্জন **ডা:মোহাম্মদ কামরুজ্জামান** এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারী), এফসিপিএস (প্লাষ্টিক সার্জারী) এম আর সি এস (এডিন), এম আর সি এস (ইংল্যান্ড) এফ আই সি এস (ইউএসএ), এফ আর সি এস (ইউ কে) সহযোগী অধ্যাপক- প্লাষ্টিক সার্জারী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	প্রতি মাসের ২য় ও ৪র্থ বৃহস্পতি ও শুক্রবার সারাদিন রোগী দেখেন এবং হার্নিয়া, পাইলস, এপেন্ডিসাইটিস ও পিত্তথলির পাথরসহ সব ধরণের অপারেশন করেন
ব্রেইন রোগ ও মেরুদন্ড রোগ বিশেষজ্ঞ, স্পাইনাল ও নিউরোসার্জন **ডাঃ হাসমত আলী** এমবিবিএস, এসিটি (জাপান), পিএইচডি (নিউরোসার্জারী, জাপান) সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব নিউরোসার্জারী আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা। ফেলো রেসিডেন্ট (এক্স)- ইয়ামাগাতা ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, জাপান।	প্রতি মাসের ২য় শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রোগী দেখেন
জেনারেল, ল্যাপারোস্কপিক, কিডনী, মূত্রথলি ও মূত্রনালী সার্জন **ডাঃ মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া** এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এফসিপিএস (সার্জারী), এমএস (ইউরোলজী) সহকারী অধ্যাপক (ইউরোলজী), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ।	প্রতি রবিবার দুপুর ২টা থেকে রোগী দেখেন এবং হার্নিয়া, পাইলস, টিউমার , এপেন্ডিসাইটিস, কিডনী ও পিত্রথলির পাথরসহ সব ধরনের অপারেশন করেন
মেডিসিন, হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, ডায়বেটিস, বাত-ব্যথা ও নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডা: আবু মোহাম্মদ শামশু উদ্দিন** এমবিবিএস,বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন) সহকারী অধ্যাপক (মেডিসিন), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ।	প্রতি মাসের ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার দুপুর ২টা থেকে রোগী দেখেন
হৃদরোগ, মেডিসিন ও অ্যাজমা বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মোহাম্মদ একরাম হোসেন** এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডি-কার্ড, ডিপ্লোমা ইন অ্যাজমা (আই.পি.সি.আর.জি- ইউ কে) ট্রেইড ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, এক্স রেজিস্ট্রার, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টার, বারডেম, ঢাকা	প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে রোগী দেখেন ও ইকো কার্ডিওগ্রাফী করেন
প্রসূতি ও গাইনী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন **ডাঃ ইসমত সুলতানা ইমু** এম বি বি এস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফ সি পি এস (গাইনী এন্ড অবস্) প্রসূতি ও গাইনী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।	প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত রোগী দেখেন ও অপারেশন করেন
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ **ডাঃ এ এম শাহেদ** এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (মেডিসিন) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ।	প্রতি শনিবার সকাল ১১ টা থেকে এবং বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে রোগী দেখবেন
নাক, কান, গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও হেডনেক সার্জন **ডাঃ মোহাম্মদ আবুল বশর** এম.বি.বি.এস, বি.সি.এস (স্বাস্থ্য), ডি.এল.ও (ই.এন.টি) বি.এস.এম.এম.ইউ, ঢাকা।	প্রতি শনিবার সকাল ১১টা থেকে রোগী দেখেন
মেডিসিন ও রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মোহাম্মদ শাহবাজ** এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমসিপিএস (মেডিসিন) কন্সালটেন্ট (মেডিসিন)	প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার দুপুর ২ টা থেকে রোগী দেখেন
চর্ম, এ্যালার্জী, দাদ, ব্রণ, চুল পড়া, কুষ্ঠ, সেক্স ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ কাজী খোরশেদ আলম** এম.বি.বি.এস (সি.ইউ), ডিডিভি (ঢাকা মেডিকেল কলেজ) চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন।	প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা এবং প্রতি সোমবার দুপুর ২টা থেকে রোগী দেখেন

প্রতিদিন দিবা-রাত্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন

নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মোঃ ইকবাল হোসেন** এমবিবিএস, এম.সি.পি.এস (শিশুরোগ) ডি.সি.এইচ ফেলোঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ব্যাংকক) প্রাক্তন সহঃ অধ্যাপক- ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রোগী দেখেন
হাড় জোড়া, বাত-ব্যথা, বিকলাঙ্গ ও অর্থো সার্জারী বিশেষজ্ঞ **ডাঃ মোঃ মাহমুদুল আমিন** এমবিবিএস, ডি-অর্থো (বিএসএমএমইউ) হাড়জোড়া সংক্রান্ত সব ধরনের অপারেশন করেন	প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রোগী দেখেন এবং হাড়জোড়া সংক্রান্ত সব ধরনের অপারেশন করেন
গাইনী আবাসিক সার্জন **ডাঃ শাহানা আক্তার** এম বি বি এস (ডি ইউ), পি জি টি (অবস্ এন্ড গাইনী), ডি এম ইউ (আল্ট্রা)	প্রতিদিন রোগী দেখেন এবং চেকআপ, নরমাল ডেলিভারী, ডি এন্ড সি ও সিজারিয়ান অপারেশন করেন
আবাসিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ মোঃ সাদ্দাম হোসেন** এম.বি.বি.এস, পিজিটি (শিশু)	প্রতিদিন সকাল-বিকাল রোগী দেখেন
আবাসিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ মোঃ এম. আরাফাতুল ইসলাম (নয়ন)** এমবিবিএস, সিসিডি(ডায়াবেটিস)-বারডেম ও পিজিটি (মেডিসিন)	প্রতিদিন সকাল-বিকাল রোগী দেখেন

বিঃ দ্রঃ মহিলা চিকিৎসক দিয়ে মহিলাদের আল্ট্রাসনোগ্রাফী করা হয়।

স্বাস্থ্য...

দূরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

রূপালী সৈকত ডেস্ক

নাহিন বান্দরবান গেছে বন্ধুদের সঙ্গে। শুধু বান্দরবান গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সে, যাবে থানচি উপজেলার রেমাক্রিতে অবস্থিত ঝর্ণা দেখতে। যেতে হবে সাঙ্গু নদী ধরে। কিন্তু নদীতে পানি কম থাকায় বাকি উজানের দিকে যাওয়ায় রেমাক্রি যেতে হবে কিছুটা হেঁটে আবার কখনো নৌকায়। আর নাফাখুম যেতে হলে পুরোটাই প্রায় হাঁটাপথ। মাঝে মাঝে ছোটখাটো খালের মতো পার হতে হবে, হতে পারে হাঁটু বা কোমর সমান পানি। এবারতো নাহিন মহাবিপাকে। সঙ্গে মাত্র একজোড়া কেডস। পানিতে ভেজালে বেশিক্ষণ পায়ে রাখা যাবে না। আর হাঁটতেও কষ্ট। আবার পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো পথ হওয়ায় খালি পায়ে হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যে হাঁটতে গিয়ে পাও ছিলে গেছে। ফাস্ট এইডেরও কিছু নেই। যদিও এটাই তার প্রথম টুর নয় তবুও এসবের কিছুই সঙ্গে আনেননি নাহিন বা তার বন্ধুরা।

নাহিনের মতো এমন বিপাকে আপনিও পড়তে পারেন প্রিয় পাঠক। তাই ভ্রমণে বের হওয়ার আগে টুকিটাকি কিছু জিনিস গুছিয়ে নিন। বিষয়গুলো মনে রাখলে বা সঙ্গে থাকলে আপনার ভ্রমণ হবে নিশ্চিন্ত ও আনন্দদায়ক। সেই সঙ্গে এড়াতে পারবেন গুরুত্বপূর্ণ বিড়ম্বনাও।

ভ্রমণের সময় অনেকেই নানা ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন। অনেকের দূরে কোথাও যাওয়ার কথা শুনলেই যেন গায়ে জ্বর আসে। ভয়ে বুক হিম হয়ে যায়। অনেকের মাথা ঘোরায়, অনেকের আবার বমিও হয়। অনেকে আবার ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পড়েন মহাবিপকে। তবে একটু খেয়াল করলে এবং কিছুটা সচেতন হয়ে সামান্য কয়েকটা বিষয় মনে রাখলেই এই বিপাক থেকে মুক্তি মেলে। সেই সঙ্গে আপনার ভ্রমণটাও হয়ে উঠবে অনেক আনন্দদায়ক।

ভ্রমণ পিপাসু এবং ট্রাভেলার্স নোটবুকের লেখকদের ভ্রমণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ১০ টিপস:

* আপনি যদি দেশের ?বাইরে বেড়াতে যান তবে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ জিনিস হলো পাসপোর্ট। পাসপোর্ট ছাড়া আপনি কখনোই বিদেশে ভ্রমণ করতে পারবেন না। উপরন্তু এজন্য আপনাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। এমনকি আপনি হয়তো আপনার ফ্লাইট, বাস কিংবা ট্রেন মিস করতে পারেন। কাজেই ঘর থেকে বের হওয়ার আগে শেষবারের মতো আপনার ব্যগ চেক করে নিন।

* দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো আপনার টিকিট। আপনি বাস, ট্রেন বা প্লেন যেভাবেই যান না কেন টিকটি খুবই গুরত্বপূর্ণ। যদি আপনি ঠিক সময় টিকিট এবং বোর্ডিংপাস দেখাতে না পারেন তবে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোম?খি হতে হবে আপনাকে।

* আপনার যদি কোনো বড় ধরনের স্বাস্থ্যগত জটিলতা থেকে থাকে তবে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার পারিবারিক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। এতে আপনি যদি কখনো কোনো ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যায় আক্রান্ত হনও তবে যেন সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আর সেসঙ্গে আপনার প্রয়োজনীয় ওষুধ, প্রেসক্রিপশন নিতেও ভুলবেন না। যদি আপনার কোনো বিষয়ে ফোবিয়া থাকে তবে সে সংক্রান্ত ওষুধও সঙ্গে নিতে ভুলবেন না একেবারেই।

* আপনি যদি চশমা ব্যবহার করেন এবং চশমা ছাড়া যদি আপনার কোনো কিছু দেখতে সমস্যা হয় তাহলে চশমা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। কেননা যাত্রা, ট্রেন বা এয়ারপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দেখার প্রয়োজন হতে পারে আপনার। আর রোদ থেকে বাঁচতে রোদ চশমাকেও সঙ্গী করুন।

* কোথাও যাওয়ার সময় আপনার সেলফোনটিও সঙ্গে নিন। সেইসঙ্গে চার্জার নিতেও ভুলবেন না যেন। চার্জার গুছিয়ে রাখুন হাতের কাছেই। নইলে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাবেন না। আর আপনি যদি দেশের বাইরে বেড়াতে যান সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে সেদেশের কোনো মোবাইল অপারেটরের সিমকার্ড কিনে ফেলুন। এতে বাড়ির মানুষ যেমন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে তেমনি আপনিও প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারবেন।

* আপনি চাকরিজীবী বা শিক্ষার্থী যাই হোন না কেন আপনার আইডিকার্ডটি সঙ্গেই রাখুন। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তবে সহজেই আপনার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফোন নম্বর, আপনার নাম-ঠিকানা একটি কাগজে লিখে মানিব্যাগে বা হ্যান্ডব্যাগে রাখুন।

* ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত কাপড় না নেওয়াই ভালো। আপনি যদি রিমোট এরিয়ায় যান তবে সেখানে আপনাকে অনেক সময় খাবার এবং পানি বহন করতে হবে। হয়তো অতিরিক্ত বোঝা কোথাও রাখার জায়গাই পাবেন না! সেক্ষেত্রে এমন কাপড় নির্বাচন করুন যা একাধিকবার ব্যবহার করা যায়, এক্ষেত্রে জিন্সপ্যান্টের কোনো বিকল্প নেই। এর সঙ্গে টিশার্ট, ফতুয়া বা মেয়েরা কামিজ নিতে পারেন। আর অবশ্যই একাধিক জুতো রাখবেন সঙ্গে। বলাতো যায় না কখন কোথায় হোঁচট খেয়ে জুতো জোড়া অকেজো হয়ে যায়!

* আপনি যদি ব্যবসায়িক কাজে ভ্রমণে বের হন তবে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে দেখে নিন সব কাগজপত্র ঠিক আছে কি না। আর যদি কোনো জরিপে বের হন তাহলে দেখে নিন সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপকরণ আপনার সঙ্গে আছে কি না।

* ঘুরতে বের হলে হয়তো আদরের সন্তানটিকে বাসায় রেখে যেতে মন চাইবে না, সেক্ষেত্রে সবার আগে তার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত খাবার আর ওষুধ নিয়ে নিন। সেই সঙ্গে শিশু হলে ডায়াপার, প্রয়োজন ও ?ঋতু অনুযায়ী পোশাক তার কিছু টুকিটাকি খেলনা ইত্যাদি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না একদমই।

* সব শেষে এবার আপনার টুকিটাকি অথচ অপরিহার্য জিনিস যেমন সাবান, শ্যাম্পু, টাওয়াল, ব্রাশ, পেস্ট, চিরুনি, সেভিং ক্রিম, বডি স্প্রে, টুকিটাকি কিছু ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল, বোমির ওষুধ, স্যালাইন, প্যাটের সমস্যার ওষুধ, গ্যাসের ওষুধ, প্রয়োজনে সানস্কিন, ছাতা ইত্যাদি।

পেকুয়ায় উন্নয়নের অভাবে শের আলী মাস্টার

না হওয়ায় খানা-খন্দকে ভরপুর হয়ে পড়েছে। মূলত একটি বেড়িবাঁধ, যার উপর দিয়েই শের আলী মাস্টার পাড়া জামে মসজিদ থেকে শুরু করে ৬৪/২বি পোল্ডার ১৪ নম্বর স্লুইসগেট পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়ক বিস্তৃত।

ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব এনামুল হক জানান-সড়কটি এখন চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী। দুই চাকার যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। শের আলী মাস্টার পাড়া, মিতান্তঘোনা, গাজিপাড়া, সোনাইয়াকাটা, পন্ডিতপাড়া, বাঁশখালীর মৌলার পাড়া, হায়দারীঘোনা, সায়ের পাড়া ও সিকদার পাড়া গ্রামের হাজারো মানুষের এই সড়কেই নির্ভরশীল। এটি শুধু একটি ইউনিয়নের নয়, বরং পেকুয়া ও বাঁশখালী উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক।

পেকুয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য আবদুল মাবুদ ও টইটং ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এহসান চৌধুরী বলেন, শের আলী মাস্টার পাড়া সড়কটি এক সময় তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের উদ্যোগে ইট বিছিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছিল। এরপর থেকে আজ অবধি কোন সংস্কার হয়নি। মানুষ এখনো সেই ভাঙাচোরা ইটের ওপর ভর করে চলাচল করছে। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে রোগী, নারী ও বৃদ্ধ সবাই ভোগান্তিতে আছে। এই সড়ক ৫/৬ হাজার মানুষের একমাত্র ভরসা। এছাড়া, রাজাখালী বিইউআই ফাজিল মাদরাসা, ফৈজুন্নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের যাতায়াতও এই সড়কের উপর নির্ভরশীল। এটি এখন দুর্ভোগের প্রতীক। আমরা জোরালো দাবী করছি সড়কটি যেন দ্রুত সময়ে সংস্কার করা হোক। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে, সড়কটি জুড়ে অসংখ্য গর্ত, অধিকাংশ জায়গায় ইট উঠে গেছে। শের আলী মাস্টার পাড়া জামে মসজিদ থেকে রাজাখালী সংযোগ বাঁশের সাঁকো পর্যন্ত কোনোমতে ব্যাটারিচালিত রিকশা চললেও স্লুইসগেট পর্যন্ত রিকশা-ভ্যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। অনেক জায়গায় পিচ্ছিল কাদায় মানুষ হেঁটে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে।

স্থানীয় অটোরিকশা চালকেরা জানান-সড়কটির ভগ্নদশার কারণে আমরা গাড়ী চালানো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ।এই কারণে দৈনন্দিন আয় তিনভাগে একভাগে নেমে আসে ।ফলে সংসারিক খচর বহন করা দায় ।তাই ঝুঁকিপূর্ণ সড়কটি দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

খেলাধুলা...

চড়া দামে লিভারপুলের দিয়াজকে নিজেদের করে নিচ্ছে বায়ার্ন

রূপালী সৈকত ডেস্ক

লিভারপুলে দারুণ সময় কেটেছে কলম্বিয়ান তারকা লুইস দিয়াজের। তিন বছর ধরে অলরেডদের এক অপরিহার্য ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের ডাকে লিভারপুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন তিনি।

জার্মান ক্লাবটির ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ দামি ফুটবলার এখন দিয়াজ। তাকে দলভুক্ত করতে সাড়ে ৭ কোটি ইউরো খরচ করেছে বায়ার্ন।

তার চেয়ে বেশি দামে বায়ার্নে নাম লিখিয়েছেন শুধু ইংলিশ তারকা হ্যারি কেইন (সাড়ে ৯ কোটি ইউরো) এবং লুকাস হার্নান্দেজ (৮ কোটি ইউরো)। বায়ার্নের সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছেন দিয়াজ। চাইলে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানোর সুযোগ থাকছে। বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, দিয়াজ নিজেই এই ট্রান্সফারের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন চলতি ট্রান্সফার উইন্ডোতে। ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি ৫ কোটি ৪০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে লুইস দিয়াজ পোর্তো থেকে যোগ দিয়েছিলেন লিভারপুলে। সেখানে মাত্র তিন বছরে খেলেছেন ১৪৮টি ম্যাচ, করেছেন ৪১টি গোল এবং করিয়েছেন ২৩টি অ্যাসিস্ট। এই সময়ের মধ্যে লিভারপুলকে এনে দিয়েছেন পাঁচটি শিরোপা—একটি করে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড এবং দুটি লিগ কাপ।

রান্নাবান্না...

স্পঞ্জ মিষ্টির রেসিপি

রূপালী সৈকত ডেস্ক

ছানা: দুধ ১ লিটার, ভিনেগার ৩ টেবিল চামচ, এলাচ গুঁড়া সিকি চা চামচ, ময়দা ১ টেবিল চামচ।

শিরা: পানি ৫ কাপ, চিনি ১ কাপ।

১ লিটার দুধ জ্বাল দিন, দুধ ফুটে উঠলে অল্প অল্প করে ভিনেগার দিন। ছানা জমে পানি আলাদা হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, যাতে ভিনেগারের টক না থাকে। একটা পাতলা সুতি কাপড়ের ভেতর ছানা এক ঘণ্টা ঝুলিয়ে নিন, যাতে কোনো পানি না থাকে। ছানার সঙ্গে এলাচ গুঁড়া ও ময়দা হাতের তালু দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। গোল গোল বল তৈরি করুন। একটি পাত্রে চিনি ও পানি দিয়ে বলক আসার পর বলগুলো দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন। মিষ্টি ফুলে বড় হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করে দিন।

ওসমানী বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বেড়েছে

রূপালী সৈকত ডেস্ক

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে ২০২৭ সাল পর্যন্ত। এক সঙ্গে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের মোট ব্যয় বেড়ে দাঁড়ালো ২ হাজার ৭৭৯ কোটি টাকায়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু নকশার ত্রুটির কারণে এর মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। অথচ এ পর্যন্ত কাজ হয়েছে মাত্র ২২ শতাংশ। তাই নতুন করে প্রকল্পটি ২০২৭ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, আর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে প্রকল্পের নকশাও। নতুন করে তৈরি করা হয়েছে ডিপিপি। সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্প কাজের ধীরগতি, ব্যয় ও মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক সাংবাদিকদের বলেন, আমি এখানে নতুন যোগ দিয়েছি। প্রকল্প-সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করছি। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বোঝার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জানা যায়, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে পাঠানো হয়েছে। চলতি মাসেই সংশোধিত প্রকল্পটি একনেকে উঠবে। তবে এ সময়ের মধ্যেও কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, কাজ বন্ধ থাকার কারণে চার বছর ধরে অযত্নে-অবহেলায় নষ্ট হয়েছে সম্প্রসারণ প্রকল্পের নানা সরঞ্জামাদি। দীর্ঘদিন খোলা জায়গায় মাটিতে পড়ে থাকার কারণে রডের মানও নষ্ট হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর ২ হাজার ৩০৯ কোটি টাকায় এ প্রকল্প অনুমোদন পায়। প্রকল্পের আওতায় এখানে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ফুয়েলিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক মানের টার্মিনাল ভবন নির্মাণ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পৃথক সাব-স্টেশন স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ও যাত্রীদের জন্য এসকালেটরসহ আরও আনুষঙ্গিক কিছু কাজ রয়েছে। এই মেগা প্রকল্পের কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়। কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। পরবর্তী সময় বর্ধিত সময় অনুযায়ী ২০২৩ সালের ২৭ মে কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা যায়ড় নকশায় ত্রুটি রয়েছে। তখন কাজ বন্ধ করে প্রকল্পের নকশা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সংশোধিত নকশায় বেশকিছু সংযোজন-বিয়োজন করা হয়। বাদ দেওয়া হয় কার্গো বিল্ডিং ও নতুন ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ। বেবিচক সম্প্রতি এ প্রকল্প নিয়ে একটি বৈঠক করেছে। বৈঠকে বেবিচকের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া বলেন, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের তৃতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সিলেটের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে। বিদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিমানবন্দরগুলোতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই যাত্রী ও বিমান চলাচলের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলো বেশিরভাগ সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এবং শিল্প কারখানায় গ্যাস সংযোগ সহজলভ্য হওয়ায় সিলেট অঞ্চলে ব্যাপকহারে শিল্পায়ন হচ্ছে। ফলে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহন চাহিদা কয়েকগুণ বেড়েছে। সভায় তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইয়ুশিন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন অ্যান্ড হীরিম আর্কিটেক্টস অ্যান্ড প্ল্যানার্স কোম্পানি লিমিটেড জেভি (ইয়ুশিন-হীরিম জেভি) সিলেট বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের নকশা তৈরি করে। নকশার ভিত্তিতে ২ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ঠিকাদার নিয়োগের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ।

ইসলাম...

নারী শিক্ষায় ইসলামের আলোকিত উত্তরাধিকার

রূপালী সৈকত ডেস্ক

যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল একটি শব্দ দিয়ে, সেই শব্দটি ছিলড় "পড়ো"। এটি ছিল মানবজাতির প্রতি প্রথম আহ্বান, একটি বিপ্লবী ঘোষণা যে অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে জ্ঞানের আলোয় পথচলা ছাড়া মুক্তি নেই। স্রষ্টা ঘোষণা করেছিলেন, "পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (কুরআন, সূরা আল-আলাক: আয়াত ১)

এই নির্দেশ কোনো পুরুষের জন্য এককভাবে ছিল না; বরং মানবতার জন্য ছিল সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের প্রথম বার্তাই প্রমাণ করে যে নারী ও পুরুষের মাঝে জ্ঞানার্জনের অধিকার ও দায়িত্বে কোনো বিভাজন নেই।

ইসলামের ইতিহাসে নারী ছিলেন কেবল গৃহকোণে নীরব কোনো চরিত্র নয়; বরং জ্ঞানের মশাল হাতে সভ্যতার আলোকবর্তিকা। রাসুল সা. এর স্ত্রী আয়েশা রা. ছিলেন এমন এক মহীয়সী পণ্ডিত, যার থেকে দুই হাজারের বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি শুধু নারী শিক্ষার প্রতীক নন, বরং পুরুষ আলেমদের শিক্ষকও ছিলেন। তাফসিরে ইবনে কাসিরের প্রণেতা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি রহ. লিখেছেন, "আয়েশা রা. এর জ্ঞানের পরিধি বহু আলেম পুরুষের জ্ঞানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।"

তাবেঈ যুগে দামেস্কের মসজিদে বসে উম্মুদ দুরদা আস-সুঘরা রহ. যেভাবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পাঠদান করেছেন, তা প্রমাণ করে ইসলামী জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে নারীর অবস্থান কতটা সম্মানজনক ও কেন্দ্রীয়।

কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করবেন।" (কুরআন, সূরা মুজাদালাহ: আয়াত ১১)

এখানে লিঙ্গের কোনো সীমারেখা টানা হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে জ্ঞানই মর্যাদার মূল মাপকাঠি।

এই কারণেই রাসুল সা. বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪)

এখানে মুসলিম শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইসলামি আইনবিদ ইমাম নববী রহ. মন্তব্য করেছেন, "যে জ্ঞান দ্বীন ও নৈতিকতার সঠিকতা নিশ্চিত করে, তা নারী ও পুরুষের জন্য সমানভাবে ফরজ।"

শুধু ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞানেও মুসলিম নারীর অবদান ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। নবম শতকে মরক্কোর ফেজ নগরীতে ফাতিমা আল-ফিহরি রহ. যে আল-কাইরাউইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটিই আজ বিশ্বের প্রাচীনতম সচল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত।

এক হাজার বছর আগে একজন নারী যখন জ্ঞানের এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন, তখন তা প্রমাণ করে ইসলামের বুকে নারীশিক্ষা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং তা ইসলামী সভ্যতার গর্বের অংশ।

আজকের পৃথিবীতে নারীশিক্ষা কেবল সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্ন নয়; এটি একটি জাতির আত্মার মুক্তির প্রশ্ন। রাসুল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধানের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৬৯৯)

এই প্রতিশ্রুতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন নারী শিক্ষিত হলে কেবল তিনিই নয়, তার হাতে গড়ে ওঠে একটি শিক্ষিত প্রজন্ম। একজন মা যদি অশিক্ষিত হন, তবে সেই ঘরে সভ্যতার আলো ম্লান হয়ে যায়।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যেখানে নারী জ্ঞানের আলোয় দীপ্ত, সেখানেই সভ্যতা সমৃদ্ধ। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দীপ্রাচীন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণাগার পর্যন্ত মুসলিম নারীরা আজও প্রমাণ করে চলেছেন যে ইসলাম নারীকে জ্ঞানচর্চার অধিকার শুধু দেয়নি, বরং সেই পথকে সম্মানের সোপানে উন্নীত করেছে।

আজ যখন কিছু সমাজে নারীর শিক্ষা নিয়ে সংকীর্ণতার দেওয়াল তোলা হয়, তখন ইতিহাসের দর্পণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এটি ইসলামের সত্যিকারের রূপ নয়। ইসলাম কখনো নারীর মস্তিষ্কে তালা দেয়নি; বরং তার হাতে দিয়েছে জ্ঞানের প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়েছে সভ্যতার অগণিত অধ্যায়। আমাদের দায়িত্ব সেই প্রদীপকে আবারও প্রজ্বলিত করা। কারণ একজন শিক্ষিত নারী মানে কেবল একজন আলোকিত মানুষ নয়; বরং একটি প্রজন্ম, একটি জাতি ও একটি সভ্যতার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কুতুবদিয়ায় এক যুবকের বিরুদ্ধে

দাবী করেন। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে প্রাইভেট পড়তে গেলে শিশুটিকে টাকা দেওয়ার কথা বলে ফুঁসলিয়ে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরে শিশুটি চিৎকার করলে ঘটনাটি জানাজানি হয় এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কুতুবদিয়া থানায় লিখিত এজাহার দেয়া হয়।

খবর পেয়ে কুতুবদিয়া থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ শিশুটির পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করে।

আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য আক্তার হোছন জানান, মেয়ের মা ধর্ষণ চেষ্টার বিষয়টি জানানোর পর আজহার উদ্দিনের সাথে কথা বললে সে বিষয়টি অস্বীকার করে। তাৎক্ষণিক শত শত উত্তেজিত জনতা তাকে খুঁজতে থাকে। পরে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিস্থিতি শান্ত করে। এবিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান।

এদিকে আজহার উদ্দিন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছে কিনা তা জানার জন্য আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি আবদুর রহিম জানান, আজহার উদ্দিন ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক নয়। তিনি জামায়াতের কোন দায়িত্বশীল পদে নাই। জামায়াতের বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন জামায়াতের কর্মী হিসেবে তিনি প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারেন।

জামায়াতে ইসলামীর আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের সভাপতি সাদেক হোসেন আজহার উদ্দিন জামায়াতে ইসলামীর কোন পদে নেই দাবী করে বলেন, অপরাধীর কোন দলীয় পরিচয় নেই, সে যে দলের হোক তার উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেন তিনি।

কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিশুটির পরিবার থানায় অভিযোগ করেছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছি।"

এদিকে, ঘটনার পর পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,এমন ঘৃণ্য কাজ কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আমরা তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"

ঘটনার পর জামায়াতের স্থানীয় নেতৃত্ব এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

সিরিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচনের

আল-শারা। বাকি আসনগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচন কমিটির আরেক সদস্য হাসান আল-দাগিম বলেন, নির্বাচিত আসনের জন্য ভোট নিতে সিরিয়ার প্রতিটি প্রদেশে একটি ইলেকটোরাল কলেজ স্থাপন করা হবে।

গত মার্চ মাসে একটি অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করেন আল- শারা। ওই সময় একটি পিপলস কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় যা স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ ও পূর্ণাঙ্গ জাতীয় নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত একটি একটি অন্তর্বর্তী সংসদ হিসেবে কাজ করবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় কয়েক বছর সময় লাগতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা এমন এক সময়ে এসেছে যখন সিরিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা অত্যন্ত জটিল ও বিভক্ত। এই মাসের শুরুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় সুয়েইদা প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বেদুইন ও দ্রুক গোষ্ঠীর মধ্যে এই সংঘাতে শত শত মানুষ নিহত হয়েছেন।

দৈনিক রূপালী সৈকত

সৃষ্টির কল্যাণ প্রত্যাশায়

দেশে নৈরাজ্যের আশঙ্কা করছে এসবি

ওপর নজরদারি, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার এবং সাইবার গোয়েন্দা কার্যক্রম তীব্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কী আছে জুলাই

কাঠামো গঠনের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ ৫৩ বছরেও তা অর্জন করা যায়নি। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনতন্ত্রকে 'স্বৈরাচারী' উল্লেখ করে সনদের খসড়ায় বলা হয়, ২০০৯ সালে একটি দলীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে অগণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে।

রামুতে ইয়াবাসহ

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমেদ জানান, রামু ব্যাটালিয়ন সীমান্ত নিরাপত্তা ও মাদকদ্রব্য দমনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। আটক ইয়াবা কারবারির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের মাদক পাচার রোধে স্থানীয়দের সহযোগিতা প্রয়োজন। সীমান্ত এলাকায় কেউ মাদক কারবারে জড়িত থাকলে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আহ্বান জানান তিনি।

চার দিন পর টেকনাফ-সেন্টমার্টিন

যেতে না পেরে তাঁরা টেকনাফে আটকে পড়েছিলেন। সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম বলেন, চার দিন ধরে নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় দ্বীপে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল। নৌযান চলাচল শুরু হওয়ায় সেই সংকট কেটে যাবে। তিনি বলেন, 'বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায়ই সেন্ট মার্টিনের বাসিন্দাদের বিপাকে পড়তে হয়। জরুরি ভিত্তিতে এই নৌপথে সি-ট্রাক ও সি-অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

ভেসে এলো আরো একটি

মাথায় চুল নেই এবং মরদেহটি ২ থেকে ৩ দিনের পুরোনো হতে পারে। তাই এটি ২২ বছর বয়সী অরিত্র হাসানের মরদেহ নয় বলে দাবী সূত্রটির।

এদিকে অরিত্র হাসানের বাবাও টিটিএনকে ফোনে জানিয়েছে, প্রাপ্ত তথ্য এবং সার্বিক বিষয় গুলো মিলিয়ে দেখলে এটি অরিত্রের মরদেহ নয়।

৮ জুলাই সমুদ্র সৈকতের হিমছড়ি পয়েন্টে গোসলে নেমে সাগরে ভেসে যায় অরিত্র হাসান,সাদমান রহমান সাবাব, আসিফ আহমেদসহ তিনবন্ধু। সাদমান রহমান সাবাব ও আসিফ আহমদের মরদেহ পাওয়া গেলেও ২১ দিন পার হলেও মেলেনি অরিত্র হাসানের খোঁজ।

অরিত্রের বাবা মা এখনও অপেক্ষায় থাকে সন্তানের। তার স্বজনেরা বলছে, সমুদ্র সবকিছু ফিরিয়ে দেয়,গচ্ছিত রাখেনা কিছুই, কেবল ফিরে আসে না অরিত্র।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের

দিতেই চায় না। লাল কাঁকড়া, ঝিনুকের ঘর-বাড়ির দখল নিয়েছে বাঁকাচোরা টেবিল-চেয়ার-বেখাপ্পা ছাতা। উৎকট গন্ধে সৈকতের মুক্ত পরিবেশ যেন বিপন্ন। গত তিন বছরের ধারাবাহিকতায় এবছরও(২০২৪) ভেঙেছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন অংশ। জোয়ারের সময় ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে সৈকত ও সড়ক, ধসে যাচ্ছে বাঁধের জিও ব্যাগ, উপড়ে পড়ছে ঝাউ গাছ; যাতে ঝুঁকিতে পড়ছে সৈকতের বিভিন্ন স্থাপনা।

সৈকতে প্রথমবারের মত ব্যাপক আকারের ভাঙন দেখা দেয় ২০২২ সালের অগাস্টে। পরের বছর একই মাসে জোয়ারের ভাঙনে বিলীন হয় মেরিন ড্রাইভের দুই কিলোমিটার অংশ।

এবার ভাঙন দেখা দেয় সপ্তাহজুড়ে। টানা কয়েকদিনের অতি ভারি বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের পর ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার সৈকত। ভাঙনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সৈকতের কয়েকটি অংশ।

কক্সবাজার সৈকতের পূর্ব দিকে পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় বর্ষায় পাহাড়ি ঢলের প্রভাবে আকস্মিক বন্যা ও ভূমি ধসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিতই ঘটে। যদি এই ভয়ঙ্কর ভাঙ্গন থেকে সমুদ্রের পাড়কে রক্ষা করা না যায় তবে অতিশীগ্রই কক্সবাজার সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে যাবে।

টানা বর্ষণে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্ত সড়কে ভয়াবহ

সড়ক দিয়ে প্রতিদিন চাকঢালাসহ সীমান্তবর্তী এলাকার হাজারো মানুষ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও কৃষক যাতায়াত করে থাকেন। ফলে শুধু জনদুর্ভোগই বাড়েনি, কৃষিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ছোট যানবাহনগুলো ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করলেও বড় আকারের পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়ক ও জনপদ বিভাগের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত সড়কটি দুই বছর আগে সংস্কার করা হলেও তা ছিল অপর্যাপ্ত ও পরিকল্পনাহীন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সড়কটি আবার ভাঙনের কবলে পড়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সচেতন মহলের মতে, সঠিকভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও গাইডওয়াল নির্মাণের অভাবেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাকঢালা ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ, চাকঢালা বাজারের ব্যবসায়ী মো. কামাল এবং মহিছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম জানান, প্রতি বর্ষায় সড়কের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছড়ার পানি বেড়ে গিয়ে সড়কের মাটি সরে যায়। তারা বলেন, "গাইডওয়াল নির্মাণ না করলে একে একে পুরো সড়কটি বিলীন হয়ে যাবে।" তারা আরও জানান, সীমান্তবর্তী হওয়ায় এই সড়কটি ১১ বিজিবির নিকুছড় ও চাকঢালা বিওপি ক্যাম্পের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজিবি সদস্যদের যাতায়াত, রসদ সরবরাহ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম এই সড়কের ওপর নির্ভরশীল। নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের প্রশাসক মাহবুব এলাহী বলেন, "উপজেলার খাদ্যশস্য উৎপাদনের বড় একটি অংশ আসে চাকঢালা এলাকার গ্রামগুলো থেকে। ভাঙনের কারণে সেই সব কৃষিপণ্য পরিবহন ব্যাহত হচ্ছে। এতে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে।" তিনি আরও জানান, সড়কের বিভিন্ন অংশ ইতোমধ্যে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সড়কটির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে ১১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম কফিল উদ্দিন কায়েস বলেন, "বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছি। দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে অবহিত করা হবে।" তবে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে বান্দরবান সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শাখায়ত হোসেনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। চাকঢালা বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দ্রুত সংস্কার এবং গাইডওয়াল নির্মাণের দাবিতে এলাকাবাসী ও সচেতন মহল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কক্সবাজারের আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনকে নিরাপদ ও

এন্ড মিডিয়া অফিসার) পক্ষে অধিনায়ক জানান, অদ্য ২৮ জুলাই ২০২৫ দুপুর বেলায় র‍্যাব-১৫ এর একটি চৌকস টহল টিম ডগ স্কোয়াডসহ কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করে এবং স্টেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যাত্রীদের ব্যাগপত্র এবং সন্দেহভাজন এলাকায় নিবিড় তল্লাশি চালায়। বিশেষ করে ট্রেন আগমন ও প্রস্থানের সময় এই নজরদারি জোরদার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, র‍্যাব-১৫ এর অধিনায়ক তল্লাশি চলাকালীন সময়ে স্টেশনে উপস্থিত থেকে উক্ত তল্লাশি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

এই অভিযানের মাধ্যমে যাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধে র‍্যাবের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনকে একটি নিরাপদ যাত্রীসেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে র‍্যাব বদ্ধপরিকর এবং এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলমান থাকবে।

কুতুপালং পশ্চিমপাড়ায় পুলিশের অভিযান

আরিফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ইয়াবা পাচারকারীরা তেলচালিত একটি প্রাইভেট কারে কৌশলে বসানো অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের ভেতরে ইয়াবাগুলো লুকিয়ে পাচার করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উখিয়া থানার আভিযানিক টিম তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ পাচারকারীদের আটক করে।

এসময় ৫০ হাজার পিস ইয়াবা ও ওয়াইন রেড রঙের একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়। আটককৃতরা হলেল, পালংখালী ইউনিয়নের থাইংখালী রহমতেরবিল এলাকার বাসিন্দা রফিক উদ্দিনের পুত্র মামুনুর রশিদ (২৪), কক্সবাজার পৌরসভার পশ্চিম চৌধুরীপাড়া, সাবমেরিন ক্যাবল সড়ক, বিজিবি ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা নুরুল আবছারের পুত্র নুরুল ইসলাম (২৬) একই এলাকার নুরুল আবছারের আরেক পুত্র মো. কবির (২৩)।কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের পেছনের মূল হোতাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

কোস্ট গার্ডের অভিযানে

তিনি জানান, অভিযান শেষে কোস্ট গার্ড সদস্যরা বিষয়টি অবহিত করে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রলার মালিককের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ঘটনায় ট্রলারটি জব্দ করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের তথ্য মতে, ট্রলিং বোট ব্যবহারের কারণে মৎস্য সম্পদে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মাছের পোনা-ডিম সহ নির্বিচারে মাছ শিকারের ফলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে এবং মাছের প্রজনন কমে যাচ্ছে। জেলেদের দীর্ঘদিনের দাবী সাগরে যেন মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী ট্রলিং নিষিদ্ধ নিশ্চিত থাকে।

এনসিপিতে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না

এনসিপিতে চলবে না।' সভায় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, "জুলাই সনদ হতেই হবে ৫ আগস্টের মধ্যে। আমরা চাই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোড়নির্বাচন কমিশন, দুদক ও পিএসসিড়নিরপেক্ষ নিয়োগে একটি নতুন কমিটি হোক। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণেই আমরা জুলাই পদযাত্রা করছি।"

ময়মনসিংহ বিভাগের উন্নয়ন প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, "ব্রহ্মপুত্র নদকে হত্যা করা হয়েছে। বিগত সরকার শুধু গণতন্ত্রই নয়, প্রকৃতিকেও হত্যা করেছে। আমরা চাই পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এবং সুষম বণ্টন।"

তিনি ময়মনসিংহবাসীকে ৩ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য 'জুলাই সনদ ঘোষণাপত্র' কর্মসূচিতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।

জুলাই পদযাত্রা উপলক্ষে বিকেলে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এনসিপি নেতারা সাক্ষাৎ করেন। পরে পদযাত্রা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সভাস্থলে আসে। সভার নিরাপত্তায় প্রায় ৫০০ পুলিশ সদস্য ও র‍্যাব মোতায়েন ছিল।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশাল নিয়োগ

৭. লেডী ফার্মাসিস্ট পদসংখ্যা: ৮টি বেতনস্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা ৮. স্টেনোগ্রাফার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ৯. হিসাবরক্ষক পদসংখ্যা: ৩২টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১০. কেয়ারটেকার (ইপ্রএ) পদসংখ্যা: ২টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১১. প্রশিক্ষণ সহকারী পদসংখ্যা: ৬টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১২. অপারেটর পদসংখ্যা: ২টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১৩. মেশিনম্যান পদসংখ্যা: ৫টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১৪. মনোকাস্টার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা ১৫. ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান পদসংখ্যা: ৫টি বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা ১৬. মুয়াজ্জিন পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১০২০০-২৬৫৯০ টাকা ১৭. লেদ মেকার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা ১৮. ব্লক মেকার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা ১৯. সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা ২০. স্টোর কিপার পদসংখ্যা: ৩টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২১. বিক্রয় সহকারী পদসংখ্যা: ১৬টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২২. ড্রাইভার পদসংখ্যা: ৪টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৩. কম্পোজিটর পদসংখ্যা: ৮টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৪. মেকানিক কাম স্টিচিং কাম অপারেটর পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৫. বেইজম্যান পদসংখ্যা: ২টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৬. কম্পাউন্ডার (হোমিও) পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৭. স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা ২৮. হিসাব সহকারী পদসংখ্যা: ১১টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ২৯. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদসংখ্যা: ৭৪টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩০. রেকর্ড এবং ডেসপাশ সহকারী পদসংখ্যা: ২টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩১. এল.ডি এ কাম হিসাব সহকারী পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩২. রেন্ট কালেক্টর পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩৩. প্রুফ রিডার (প্রেস) পদসংখ্যা: ৩টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩৪. এপ্রেনটিস (প্রেস) পদসংখ্যা: ৪টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩৫. ইলেকট্রিশিয়ান পদসংখ্যা: ২টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩৬. খাদেম পদসংখ্যা: ৮টি বেতনস্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা ৩৭. অডিও ভিজ্যুয়েল অপারেটর পদসংখ্যা: ৫টি বেতনস্কেল: ৮৮০০-২১৩৯০ টাকা ৩৮. মেস ক্লিনার পদসংখ্যা: ১টি বেতনস্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা ৩৯. অফিস সহায়ক পদসংখ্যা: ৮৫টি বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা ৪০. নিরাপত্তা প্রহরী পদসংখ্যা: ৯টি বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা ৪১. পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদসংখ্যা: ১২টি বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা ৪২. বাবুর্চি পদসংখ্যা: ৭টি বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা ৪৩. সহকারী বাবুর্চি পদসংখ্যা: ৬টি বেতনস্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা প্রতিটি পদে আবেদনের জন্য আবেদনের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং বয়সসীমার শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তিতে। প্রার্থীর বয়স ১-৭-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আগামী ২৬-৮-২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন।

রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক ও সেতু নির্মাণে ২৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ

দীর্ঘ ৫৪ বছর পর উদ্যোগ নিলো সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ)। বান্দরবান সওজ'র নির্বাহী প্রকৌশলি মোঃ শাখাওয়াত হোসেন বলেন, রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়কের উন্নয়ন ও নতুন করে ৩টি সেতু নির্মাণের জন্য ২৪২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে সম্প্রতি পাশ হয়েছে। একনেকে পাশ হওয়া ৮৯০ কোটি টাকার মধ্যে বান্দরবান সড়ক ও জনপদ বিভাগের তিনটি সড়কের উন্নয়ন হবে। যার একটি রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক। শীঘ্রই পরামর্শক সরেজমিন কাজ শুরু করবে। এ ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগীতা কামনা করেছেন। নাইক্ষ্যংছড়ির ১১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস কে এম কফিল উদ্দিন কায়েস বলেছেন- বিজিবি জোয়ানরা বিভিন্ন অপারেশনে তাদের গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে তাই তিনিও সড়কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জোর সুপারিশ করেছেন। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তোফাইল আহমদ বলেন- এই সড়কটির উন্নয়ন হলে আশপাশের দৃশ্যপট পাল্টে যাবে। এটা অত্যাধিক জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সড়কটির উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়রা দাবি জানিয়ে আসছে।

রামুর কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের সমাজ সেবক তৈয়ব উল্লাহ বলেন- বেহাল সড়কটির জন্য প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাচ্ছে মানুষ। গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়ার শত শত কৃষকের পণ্য পরিবহনের প্রধান সড়কও এটি।

এই সড়ক দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করছে রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া, গর্জনিয়া ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা সদর, দোছড়ি, বাইশারী ও সোনাইছড়িসহ ৬ ইউনিয়নের মানুষ। এই এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩ শতাধিক। এতে শিক্ষক শিক্ষার্থী আছে ৪০ হাজারের বেশি। বিশেষ করে রামুর খাদ্য-শস্য ভাণ্ডার খ্যাত কচ্ছপিয়া ও গর্জনিয়া ইউনিয়ন সহ সীমান্তের ৬টি ইউনিয়নের উৎপাদিত পণ্য বেচাকেনার হাট গর্জনিয়া বাজারের পণ্য আনা-নেয়ায় ব্যবহার হচ্ছে রামুনাইক্ষ্যংছড়ি সড়ক। জনসাধারণের কষ্ট লাগবে দ্রুত সড়কটি প্রশস্থকরণসহ সংস্কার জরুরি।

গাজায় খাদ্য সংকট চরমে, তিনজনের

বলেন, ইসরাইল এক সপ্তাহের জন্য সহায়তা বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছেড়এতে কাস্টমস বাধা সরানো ও চলাচলে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১০০টির বেশি ত্রাণবাহী ট্রাক সীমান্ত পার হয়ে গাজায় প্রবেশের জন্য জড়ো হয়েছে। ফ্লেচার বলেন, 'এটা একটি অগ্রগতি, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় ঠেকাতে এখনও বিপুল পরিমাণ সহায়তা দরকার।'

তিনি দ্রুত ও স্থায়ী প্রবেশাধিকার, দ্রুত কনভয় ক্লিয়ারেন্স, দিনে একাধিকবার সীমান্ত পারাপারের সুযোগ, নিয়মিত জ্বালানির যোগান ও নিরাপদ মানবিক করিডোর নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

'মানুষ শুধু খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েই গুলিবিদ্ধ হচ্ছে,' বলেন ফ্লেচার। 'ত্রাণ সহায়তা কখনোই বাধাগ্রস্ত, বিলম্বিত বা হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না।'

তিনি সব জিম্মির অবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ফ্লেচার আরও বলেন, 'শেষ পর্যন্ত শুধু সাময়িক বিরতি নয়, আমাদের প্রয়োজন স্থায়ী যুদ্ধবিরতি।' অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চাপ প্রত্যাখ্যান করে ইসরাইল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নিষ্ঠুর সামরিক অভিযান চালিয়ে আসছে, যেখানে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেনড় যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। লাগাতার বোমাবর্ষণে গাজার অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তৈরি হয়েছে চরম খাদ্যসংকট। গত নভেম্বরেই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও (আইসিজে) একটি মামলা চলছে।

ফের লন্ডন যাচ্ছেন

অগ্রাধিকার। তাই তাকে পুনরায় লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। গত ৮ই জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান বেগম খালেদা জিয়া। সেখানে প্রায় ৪ মাস ছিলেন তিনি। জানুয়ারি মাসের প্রায় পুরোটা সময় ছিলেন হাসপাতালে ভর্তি। পরের ৩ মাস ছিলেন বড় ছেলে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাসায়। সেখানে থেকে তার চিকিৎসার ফলোআপ হয়। স্মরণ করা যায়, একের পর এক মামলা আর আদালতকে প্রভাবিত করা রায় দিয়ে অসুস্থ বেগম জিয়াকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ এবং গৃহবন্দি করে রাখে শেখ হাসিনার সরকার। সে সময় তার উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতে বিদেশে পাঠাতে সরকারের প্রতি অনুরোধ করে তার পরিবার বিএনপি এবং মিত্র রাজনৈতিক দলগুলো। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তরফেও তার চিকিৎসার অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকতে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু না, পতিত সরকার কোনো অনুরোধ বা আহ্বানের পরোয়া করেনি বরং বেগম জিয়ার অসুস্থতাকে নিয়ে তীর্যক এবং ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা হয়। ৫ই আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার সরকারের মন্ত্রী-উপদেষ্টা, এমপি এবং দলের শীর্ষ নেতাদের স্থান হয় জেল কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে। হাসিনা সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি মুক্ত হন খালেদা জিয়া। সর্বাগ্রে তার চিকিৎসা নিশ্চিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারের আমীরের পাঠানো বিশেষ এয়ার এম্বুলেন্সে তিনি ঢাকা ছেড়ে যান। এয়ারবাস এ-৩১৯ মডেলের ওই এয়ারক্রাফটে ভেন্টিলেটর, ডিফিব্রিলেটর, ইনফিউশন পাম্প ও উন্নত কার্ডিয়াক মনিটরসহ জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বাংলাদেশে

মিনিটব্যাপী এই বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনা মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধির সাথে শুল্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন বলেও জানা গেছে। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জ্যাকবসন বাংলাদেশের সংস্কার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে চলমান গণতান্ত্রিক রূপান্তরে মার্কিন সরকারের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে অধ্যাপক ইউনূস জাতীয় ঐকমত্য গঠনে কাজ করা কমিশনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান, কমিশন খুব ভালো কাজ করছে। অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বে সদস্যরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

ডেঙ্গুতে দুইজনের মৃত্যু, হাসপাতালে

(সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩১ জন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০ জন রয়েছেন। ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৪ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরে এ যাবত মোট ১৮ হাজার ৫৮৭ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরের ২৮ জুলাই পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ১৯ হাজার ৯২৩ জন। এর মধ্যে ৫৮ দশমিক ছয় শতাংশ পুরুষ এবং ৪১ দশমিক চার শতাংশ নারী রয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরে এ যাবত ডেঙ্গুতে মোট ৭৮ জন মারা গেছেন। ২৪ ঘণ্টায় মৃতদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে একজন, চট্টগ্রাম বিভাগে একজন রয়েছেন।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৭৫ জন।

এর আগে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে চরম

ক্যাম্পটি সম্প্রতি মায়ানমার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দখল নেয় বিদ্রোহী এই সংগঠনটি। শনিবার সকাল থেকেই মায়ানমারের পুরান মাইজ্জা ক্যাম্প এলাকা থেকে আরাকান আর্মি গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতিতে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে দায়িত্বে থাকা ১১ বিজিবি ও ৩৪ বিজিবি তাদের টহল জোরদার করেছে। বিজিবির জওয়ানদের কঠোর অবস্থানে দেখেছে স্থানীয় লোকজন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী জানান, সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনায় সজাগ রয়েছে প্রশাসন। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর লোকজনের যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে কাজ করছে উপজেলা প্রশাসন। এ বিষয়ে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি জানান, প্রশাসন জনগণকে সতর্ক করার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সচেতনতা বাড়াতে সীমান্ত এলাকায় মাইকিং করেছে উপজেলা প্রশাসন।

উত্তরণ মডেল স্কুলের ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষায়

বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের মহাপরিচালক শিক্ষাবিদ এম এম সিরাজুল ইসলাম। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তরণ মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসির উদ্দিন, উত্তরণ সমিতির নির্বাহী সদস্য রোটারিয়ান এস এম নজরুল ইসলাম, উত্তরণ মডেল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ জালাল উদ্দিন, নাজমা আকতার, উত্তরণ মডেল কলেজের প্রভাষকবৃন্দ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন উত্তরণ মডেল কলেজের শিক্ষার্থী কামরুল ইসলাম।

এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তরণ মডেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরী, উত্তরণ মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসির উদ্দিন, উত্তরণ সমিতির নির্বাহী সদস্য রোটারিয়ান এস এম নজরুল ইসলাম, কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম, মামুনর রশীদ, উত্তরণ মডেল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ জালাল উদ্দিন, নাজমা আকতার, কৃতি শিক্ষার্থী আয়েশা ছিদ্দিকা, সায়মা আক্তার সহ প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এম সিরাজুল ইসলাম জানান, এখন থেকে ঠিক ২যুগ আগে যে জায়গায় হাতির ডেরা ছিল, যেখানে মানুষ চলাচল করতে ভয় পেত সেখানে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ আবাসন প্রকল্প উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করে উত্তরণ মডেল স্কুল ও মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরে কক্সবাজারে একটি আন্তর্জাতিক মানের কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০২১ সালে উত্তরণ মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সুচিন্তায় আজ কক্সবাজার জেলার বুকে এই কলেজ ও হাই স্কুল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০২৪সালে প্রথমবারের মত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২টি জিপিএ-৫ সহ ৮৪% ফলাফল অর্জন করে জেলার বুকে ৪র্থ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একঝাঁক তরুণ শিক্ষক। তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

তিনি আরো জানান, দূর দুরান্তের ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রাবাস। তাছাড়া যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আর্থিক সমস্যার কারণে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে এই কলেজে বিনামূল্যে পাঠদানের সুযোগ রয়েছে। আমরা আশা করবো অভিভাবকরা যে আশায় তাদের সন্তানদের এই কলেজে ভর্তি করাবে, তারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সদ্বিশ্বাস রাখতে পারবেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও উত্তরণ মডেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরী জানান, গেল ২০২৪সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে ২টি জিপিএ-৫ সহ ৮৪% পাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জেলার বুকে যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তাতে আমি মনে করি অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ চট্টগ্রামে তথা দেশের একটি অন্যতম কলেজ হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

একটি ভাল একাডেমীক পরিবেশ বলতে যা যা দরকার এই কলেজের সবকিছু বিদ্যমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা আছে, পরিবহন ও যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিজ্ঞান শাখার জন্য উন্নতমানের বিজ্ঞান ল্যাব রয়েছে। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি একটাই অনুরোধ আপনারা একবার হলেও এই কলেজ পরিদর্শন করে আপনার সন্তানের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবনে একটি সিদ্ধান্ত নিতে সচেষ্ট থাকবে। পরে প্রধান অতিথি সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উত্তরণ মডেল স্কুলের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীকে সম্মাননা সূচক ক্রেস্ট প্রদান করে।

বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি

ব্যবসা করে আসছি। কিন্তু আওয়ামী দোসর বদর উদ্দিন গংরা আমাকে ও আমার পরিবারকে সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে হেয় করতে সোশাল মিডিয়াতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেছে। আমি প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গত ২০/২৫ বছর পূর্বে আমার ক্রয়কৃত জায়গাটি আমি ভোগ দখলে আছি। সে জায়গা দখলে নিতে আওয়ামী সরকারের আমল থেকে আমাকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছে। সরকার পতনের পরও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এখন চাঁদা দাবির অভিযোগ এনেছে তা ছিল সাজানো নাটক, শাকদিয়ে মাছ ঢাকানোর চেষ্টা মাত্র।

তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় উক্ত প্রকাশিত সংবাদের একাংশের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আর সংবাদটি নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,সংশ্লিষ্ট প্রশাসনসহ এলাকাবাসীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রতিবাদকারী
আকতার হোছাইন
সদস্য (আহবায়ক কমিটি)
মাতারবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপি।

ঢাকা থেকে বিমানঘাঁটি

পরিবারের পাশে থাকবে বিমানবাহিনী। প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়া হবে।

মিজানুর রহমান বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ও গভীরভাবে শোকাহত। উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া সব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দুর্ঘটনার সময় পাইলটের সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের যোগাযোগ ছিল কি না- জানতে চাইলে মিজানুর রহমান জানান, এ বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবে। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাইলট তৌকিরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি জানান, ঘটনার দিন স্কুলে ৭৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ছিল ৫৩৮ জন। নিচতলার গ্রিল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পুরো জায়গাটি একসময় নিচু ছিল। পরে বালু ফেলে মাটি উঁচু করা হয়। এর আগেই ভবনের নিচতলায় গ্রিল বসানো হয়েছিল শিশুদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। গত ২১ জুলাই দুপুরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান রাজধানীর দিয়াবাড়ীতে অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের একটি ভবনে বিধ্বস্ত হয়। দেশের ইতিহাসে অন্যতম বড় এই সামরিক বিমান দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই শিশু। দগ্ধ ও আহতদের মধ্যে ৩৪ জন এখনো চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ২২ জন, সিএমএইচে ১১ জন এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন।

২৫টি বোয়িং ডিল: বাণিজ্য নাকি বোঝা

রূপালী সৈকত ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক শুল্ক আলোচনার অংশ হিসেবে দেশটির উড়োজাহাজ কোম্পানি বোযংয়ের কাছ থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে কিছু উড়োজাহাজ আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে। গতকাল রোববার সচিবালয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানের এমন বক্তব্যে আকাশ থেকে পড়েছে খোদ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স!

নিজেদের বিমান কেনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা অবগত নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, রুট সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনার বাস্তবতায় এত বিশাল একটি বহরের প্রয়োজন নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিমানকে 'ট্রেড পলিটিক্স টুল' হিসেবে ব্যবহার করছে। এমন হুটহাট সিদ্ধান্তে দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিতে পড়বে বিমান, ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় চাপেও পড়তে হবে তাদের। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জানায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বোয়িং কিংবা এয়ারবাসের কোনো উড়োজাহাজ কেনার অর্ডার করেনি। বোয়িং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে ১৪টি উড়োজাহাজ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল অত্যাধুনিক ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার এয়ারক্রাফট। সেই প্রস্তাবের ফিজিবিলিটি নিয়ে বিমানের টেকনো ফাইন্যান্স কমিটি কাজ করছে বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে মোট ১৯টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং প্রতিষ্ঠানের ১৪টি এবং কানাডার ড্যাশ-৮-কিউ ৪০০ মডেলের পাঁচটি উড়োজাহাজ রয়েছে। বোয়িংয়ের উড়োজাহাজের মধ্যে বর্তমানে চারটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার এবং দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ আছে। ফযধশধড়ৎং যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি বোয়িং থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান / ফাইল ছবি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একজন দাযত্বিশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে ঢাকা পোস্টকে বলেন, বাস্তবিক অর্থেই বিমানের বহর বড় করা প্রয়োজন। কারণ, প্রতি বছর হজের মৌসুমে অনেক লাভজনক রুটের ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে হজ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। তবে, ২৫টি উড়োজাহাজের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ না করে বলা যাবে না। মন্ত্রণালয় থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিষয়ে বিমানের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়নি। যদি বিমানের কাছে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য জানতে চাওয়া হতো, তাহলে বিমান বিশ্লেষণধর্মী তথ্য প্রদান করতো। এমন হুটহাট সিদ্ধান্ত বিমানকে অর্থনৈতিক ও পরিচালনাগত ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ২৫টি বোযংি কেনার সিদ্ধান্তে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা পড়তে পারে। এক্ষেত্রে ২৫টি উড়োজাহাজের মধ্যে যদি বিমান বোযংি ৭৩৭-এর মতো ১৫টি ন্যারো বডির (মাঝারি আকার) উড়োজাহাজ এবং বোযংি ৭৭৭ বা ৭৮৭-এর মতো ১০টি ওয়াইড বডির (বড় আকার) উড়োজাহাজ কেনে, তাহলে প্রায় ২.৫৫ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। বাস্তবিক অর্থেই বিমানের বহর বড় করা প্রয়োজন। কারণ, প্রতি বছর হজের মৌসুমে অনেক লাভজনক রুটের ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে হজ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। তবে, ২৫টি উড়োজাহাজের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ না করে বলা যাবে না। মন্ত্রণালয় থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের বিষয়ে বিমানের মন্তব্য জানতে চাওয়া হয়নি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দাযত্বিশীল এক কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বর্তমানে একটি ব্র্যান্ড নিউ বোযংি ৭৩৭ মডেলের বিমান ৭০ মিলিয়ন ডলার এবং বোযংি ৭৭৭ মডেলের বিমান ১৫০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে। বিমান যদি ছাড়ও পায়, সেক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম আড়াই বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। এখানেই খরচের শেষ নয়। এই অতিরিক্ত বহর ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল, প্রযুক্তিগত সাপোর্ট ও দীর্ঘমেয়াদে ফ্লাইট প্ল্যান দরকার। দরকার পাইলট এবং তাদের প্রশিক্ষণ, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শিফট ও লং-হল বিবেচনায় একটি বড় ফ্লিট চালাতে প্রতি বিমানের জন্য অন্তত ৮-১০ জন প্রশিক্ষিত পাইলট প্রয়োজন। নতুন ২৫টি বিমান মানে আরও দুই শতাধিক পাইলট দরকার হবে, যা এখনই প্রশিক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া, প্রতিটি বিমানে গড়ে ১০-১৫ জন কেবিন ক্রু হিসেবে ধরলে ধাপে ধাপে আরও ৩৫০-৪০০ জন নতুন ক্রু প্রয়োজন হবে। তাদের প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও ব্যবস্থাপনার খরচ রয়েছে। পাশাপাশি বিমানের নতুন ফ্লিট পরিচালনায় আরও প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাউন্ড সাপোর্ট ও পার্টস সাপ্লাই চেইন লাগবে, যেখানে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রায় আড়াই থেকে তিন বিলিয়ন ডলারের এই বিনিয়োগ কত বছরে শোধ হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রতিটি উড়োজাহাজ ক্রয়ে সরকারের পেমেন্ট স্কিম, বিমানের সম্ভাব্য রেভিনিউ এবং ব্যয় কাঠামোড় বিষয়গুলো নিয়ে স্বচ্ছ বিশ্লেষণ জরুরি। বর্তমানে একটি ব্র্যান্ড নিউ বোযংি ৭৩৭ মডেলের বিমান ৭০ মিলিয়ন ডলার এবং বোযংি ৭৭৭ মডেলের বিমান ১৫০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে। বিমান যদি ছাড়ও পায়, সেক্ষেত্রে তাদের ন্যূনতম আড়াই বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। এখানেই খরচের শেষ নয়। এই অতিরিক্ত বহর ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল, প্রযুক্তিগত সাপোর্ট ও দীর্ঘমেয়াদে ফ্লাইট প্ল্যান দরকার। দরকার পাইলট এবং তাদের প্রশিক্ষণ, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল জানতে চাইলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইন এবং জনসংযোগ, অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. আল মাসুদ খান ঢাকা পোস্টকে বলেন, 'বিমানের এয়ারক্রাফটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারের নিকট হতে বোযংি ক্রয়ের কোনো অফিসিয়াল নির্দেশ আমাদের কাছে আসেনি। সরকারের নির্দেশনা পেলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এয়ারক্রাফট ক্রয়, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, আর্থিক অ্যারেঞ্জমেন্টসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বিমানের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে।' এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ উইং কমান্ডার (অব.) এ টি এম নজরুল ইসলাম ঢাকা পোস্টকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই বিমান বাংলাদেশে প্লেন সংকট রয়েছে। নতুন উড়োজাহাজ কেনা অবশ্যই দরকার। তবে, যেকোনো প্লেন কেনার আগে নানা ধরনের বিশ্লেষণ করতে হয়। বিশেষ করে যাত্রী প্রবাহ, নির্দিষ্ট রুটের চাহিদা ও সক্ষমতা বিবেচনায় নিতে হয়। এরপর যাচাই করতে হয় কোন মডেলের প্লেন সেই রুটে কার্যকর হবে। সেই বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক কারণে বিমান কেনা হলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার ওপর বোঝা তৈরি হবে।' "এখানে বিমানকে 'ট্রেড পলিটিক্যাল টুল' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে"ড় মন্তব্য করেন তিনি। বর্তমানে একটি ব্র্যান্ড নিউ বোযংি ৭৩৭ মডেলের বিমান ৭০ মিলিয়ন ডলার এবং বোযংি ৭৭৭ মডেলের বিমান ১৫০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে / ছবি- সংগৃহীত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এয়ারলাইন্সগুলোর উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের অধিকাংশ এয়ারলাইন্স প্রতিষ্ঠান বোযংিয়ের পাশাপাশি এয়ারবাসও ব্যবহার করে। তারা প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্লেষণ করে। বাংলাদেশেও বোযংিয়ের পাশাপাশি এয়ারবাসের বিকল্প যাচাই করা উচিত ছিল।' বিমানের এয়ারক্রাফটের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কক্সবাজার জেলার গুরুত্বপূর্ণ মোবাইল নাম্বার সমূহঃ

ক্রঃ	সেবা/অফিসের নাম	মোবাইল
১	জরুরী সেবা	৯৯৯
২	কক্সবাজার থানা	০১৩২০-১০৮৪৭১
৩	কক্সবাজার র‍্যাব অধিনায়ক	০১৭৭৭-৭১০৭২২
৪	কক্সবাজার সেনাবাহিনী কমান্ডার	০১৭৬৯-১০২৪৫২
৫	কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস	০৩৪১-৬৪২৪২
৬	কক্সবাজার এ্যাম্বুলেন্স ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল	০১৭৯০-৩৪২২৩৩
৭	কক্সবাজার এ্যাম্বুলেন্স সদর হাসপাতাল	০৩৪১-৬৩৩৪৪
৮	উপ-সহকারী পরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০১৭৩০-০০২৪৩৬
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী,বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার	০১৭১২-৮২৩৪০৫
১০	সিভিল সার্জন,কক্সবাজার	০১৭১১-১১৭৪০৩
১১	পুলিশ সুপার,কক্সবাজার	০১৩২০-১০৮৪০০
১২	জেলা প্রশাসক,কক্সবাজার	০১৭১২-০১১৫৯৭
১৩	বিমান বন্দর ব্যবস্থাপক,কক্সবাজার	০১৭৪৫-৬২১২০১
১৪	সহকারী পরিচালক,পাসপোর্ট অধদপ্তর,কক্সবাজার	০১৭৩৩৩৯৩৩৫৪